আফান্দীর গল্প

আফান্দীর গল্প

সম্পাদনা : চাও শিচিয়ে
ছবি : ছাই রোং

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
পেইচিং

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮

অনুবাদ : ইয়ু তিয়ানচৌ
পরিমার্জন : সেন নালান

প্রকাশনা : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
২৪, পাই ওয়ান চুয়াং, পেইচিং, চীন

মুদ্রণ: বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয়
১৯, পশ্চিম ছে কোং চুয়াং, পেইচিং, চীন

পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য
কর্পোরেশন (কুওচি শুতিয়ান)
পোস্ট বক্স ৩৯৯, পেইচিং, চীন

ISBN 7-119-00417-4

গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

প্রকাশকের কথা

যখন আমরা নাসেরুদ্দীন আফান্দীর নাম উল্লেখ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে উদয় হয় তার সম্বন্ধে প্রচলিত অসংখ্য কৌতুক কাহিনী ও হাসির গল্প। বর্তমানে, নাসেরুদ্দীন আফান্দী এই নাম মৌখিক লোকসাহিত্যে একজন 'বিশ্বজনীন চরিত্রে' পরিণত হয়েছে। তার কৌতুকজনক উক্তি এবং হাস্যরসাত্মক কাহিনী শুধু এশিয়া মাইন্যার উপদ্বীপে অবস্থিত তুরস্ক, আরব দেশসমূহ, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটমধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্য সাগরের নিকট দেশসমূহে নয়, এমন কি বালকান উপদ্বীপ, ককাসাস, মধ্য এশিয়া এবং চীনের সিনচিয়াং-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

চীনের সিনচিয়াং-এর উইগুর জাতিসত্তার ঘরে ঘরে নাসেরুদ্দীন আফান্দীর নাম উচ্চারিত হয়। তার মুখে লম্বা দাড়ি এবং মাথায় একটি মস্ত বড় পাগড়ী পরে সে সর্বদা একটি শীর্ণকায় গাধায় চড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। শত শত বছর ধরে তার কাহিনী থিয়ানশান পর্বতের উত্তর ও দক্ষিণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং যুগে যুগে তা সাধারণ জনতাকে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে।

''আফান্দীর গল্প''-র প্রধান নায়ক হল নাসেরুদ্দীন আফান্দী। সঙ্কলিত এই সব লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল ব্যঙ্গপূর্ণ

উক্তি এবং নির্ভীক সমালোচনা। এই সব লোককাহিনী উইগুর জাতিসত্তার লোকসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই সব কাহিনীকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: এক ধরনের গল্পে ব্যক্ত হয়েছে সামন্তশাসকদের স্বরূপের প্রতি বিদ্রূপ এবং জনগণের মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা। উইগুর জাতিসত্তার জনগণের অন্তরে নাসেরুদ্দীন আফান্দী একজন বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ এবং কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিরূপে বিরাজ করে। কারণ, তার চরিত্রে মেহনতী জনগণের অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, আশাবাদ এবং রসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে নাসেরুদ্দীন আফান্দী সামন্তশাসকদের জঘন্য অপরাধ ও মূর্খতার প্রতি বিদ্রূপ ব্যক্ত করেছে। সে জমিদার, বেগসাহেব, কাজি, ইমাম থেকে শুরু করে উজীর, উজীরেআজম এবং বাদশা পর্যন্ত কাউকেই তার ব্যঙ্গোক্তি থেকে রেহাই দেয়নি। এই সব গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, জমিদারেরা ছিলেন কতো লোভী, কাজিরা ছিলেন কতো স্বেচ্ছাচারী, উজীরেরা ছিলেন কতো অপদার্থ ও মূর্খ এবং বাদশারা ছিলেন কতো ভয়ঙ্কর। আমরা আরও দেখতে পাই লোকেদের প্রতি ঠগীদের প্রতারণা এবং সুদখোরদের নির্লজ্জ শোষণ। অন্য আর এক ধরণের গল্পে আমরা একদিকে দেখি জনসাধারণের শ্রমবিমূখতা ও স্বার্থপরতা, এবং কুসংস্কার, অহংকার ও আত্মগরিমার মত ত্রুটি-বিচ্যুতি। আর একদিকে দেখতে পাই নাসেরুদ্দীন আফান্দীর এই সব লোকেদের প্রতি লঘু ব্যঙ্গোক্তি এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত সমালোচনা।

এই সব চিত্তাকর্ষক গল্পগুলোর রচনায় আছে নতুনত্বের

স্বাদ এবং ভাষায় আছে রসিকতা। পাঠকেরা শুধু যে তাতে আনন্দিত এবং পুলকিত হবেন তা নয়, এই গল্পগুলোর অন্তর্নিহিত শিক্ষা, উদ্দীপনা ও শিল্প মাধুর্যও তারা উপভোগ করতে পারবেন।

নাসেরুদ্দীন আফান্দীর গল্প শত শত বছর ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং বর্তমান চীনের সর্বত্রই তার প্রভাব দেখা যায়। ১৯৫৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পেইচিং, শাংহাই এবং সিনচিয়াং-এ পরপর ছয়টি বিভিন্ন ধরণের আফান্দীর গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। শাংহাই কার্টুন ফিল্ম স্টুডিও "আফান্দী" নামে একটি ছায়াছবি তৈরী করেছে। পেইচিং ফিল্ম স্টুডিও তৈরী করেছে রঙীন চলচ্চিত্র "আফান্দী"। চীনদেশে আফান্দী সম্বন্ধে প্রচলিত সমুদায় কাহিনী অবলম্বনে বাংলাভাষায় অনুদিত বর্তমান সংস্করণ "আফান্দীর গল্প" প্রকাশিত হল। আমাদের আশা, আফান্দীর এই সব হাস্যকাহিনী পড়ে পাঠক-পাঠিকারা আনন্দ পাবেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাসেরুদ্দীন আফান্দী একজন চীনের উইগুরভাষী ব্যক্তি ছিল বলে অনুবাদ করার সময় আমরা এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছি যা ঐ অঞ্চলের লোকেরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ না করে উইগুর জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাক্রমে উজীরেআজম, জান্নাত ও জাহান্নাম ব্যবহার করেছি।

সূচীপত্র

নাম লেখা	১
চোখের খিদে মেটে নি	২
খোদা দরজা দেখাশোনা করেন	৩
একটি রৌপ্যমুদ্রা এক হাজার মুদ্রার সমান	৪
পত্রবাহক খরগোশ	৬
কিছুই জানি না	৮
বুদ্ধিমান বেলিফ	৯
ঘোড়া চেনা	১১
রাজহাঁসের মাংস ভাগ	১২
‘‘পালোয়ান’’	১৪
কথায় এক কাজে আর এক	১৬
সবচেয়ে ভাল দোয়া	১৭
মূর্খ বাদশা	১৮
সভ্যের মতন খাওয়া	২০
একজন্মেও শিখতে পারব না	২১
কুৎসিত চেহারা	২২
ঘোড়া আকাশে উড়ে গেছে	২৩
শিকারী	২৫
চোরের মরার জন্য অপেক্ষা	২৫

এক বাটি বিষ	২৬
শক্তিক্ষয়ের খেসারতি	২৮
বস্তার বাচ্চা হয়েছে	২৯
বড় লাউ ও বড় হাঁড়ি	২৯
আপনার সঙ্গে থাকব না	৩০
আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে	৩১
কুকুর রোগা হয়ে যাবে	৩২
জানি না আজ কি করলে ভাল হবে	৩৩
মাথা জানালায় ঝুলিয়ে না রাখে	৩৩
চিকিৎসার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন	৩৫
বাদশার শিকার	৩৬
আমার হাত নিন	৩৬
বাদশার পোষাক	৩৭
এক পা বিশিষ্ট রাজহাঁস	৩৮
আমার নিজের বাড়ির দেয়াল ভাঙছি	৩৯
রাক্ষস	৪২
কৃপণ জমিদার	৪২
সব সত্য কথা	৪৩
সত্যিকারের বন্ধু	৪৪
উপদেষ্টা	৪৪
তুমিও একটি নেকড়েবাঘ	৪৫
সোনা বপন করা	৪৬
যে নেকড়ে ভেড়া খায় না	৪৮
বাদশার কীমত	৪৯
বাদশার চার পা	৫০

স্বর্ণমুদ্রা ও ন্যায় ৫০
পেচক বলছে ৫১
বাদশার আত্মা ৫২
একমাথা বুদ্ধি ৫২
অমুক দিন আসুন ৫৩
উঠানে তেল পরিপূর্ণ ৫৪
''সাবাস'' ৫৫
সদুপদেশ ৫৭
অদ্ভুত প্রশ্ন ৫৮
ভেতরে না থাকাই শুভ ৬১
কাজ করার হাত ৬১
গাধাদের শাসক ৬২
কাঁদার কারণ ৬৩
আমার পেছন দেখুন ৬৪
পুত্র ভাল না কন্যা ভাল ৬৬
সত্যিই এতে দই নেই ৬৬
খাবার ঘ্রাণের দাম ৬৭
জেলাশাসক ও কুকুর ৭০
কড়াইয়ের বাচ্চা ৭০
সবচেয়ে বেশী খুশির দিন ৭২
চুরি রোধ করা ৭৩
চাঁদের আলো ও কুয়োর জল ৭৪
জান্নাতে যাবার উত্তম পন্থা ৭৬
মরা মানুষ ৭৬
সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি ৭৭

তৃষ্ণার্ত পকেট ৭৮
তুমি কি করে জানলে ৭৯
খোদার বাণী ৮০
দুদিন আগে মারা যাব ৮১
মাছের গাছে ওঠা ৮২
ধোঁকার ঝুলি ৮৩
কোন আওয়াজ সবচাইতে শুনতে ভাল লাগে ? ৮৫
বুকে কি আছে ৮৬
কামনা ৮৭
লেজহীন ঘোড়া ৮৭
আমি লজ্জিত ৮৮
কৃষকের শক্তি ৮৯
পেটুক কে ৮৯
পেটের ব্যথায় চোখের ওষুধ ৯১
বাদশার জন্মরাশি ৯১
নিজে পড় ৯২
তিনটি ডিম ৯৩
আমলা হয়ে চোখ অন্ধ হল ৯৫
দুটো গাধার বোঝা ৯৬
আফান্দীর তীরন্দাজী ৯৭
একহাজার বার গালি ৯৮
মাংসের ঝোলের ঝোলের ঝোল ৯৯
জীবিত বেড়াল গিলে ফেলা ১০০
''ঘুমিয়ে পড়েছি'' ১০১

নাম লেখা

এক জমিদার নাসেরুদ্দীন আফান্দীর খোঁজে তার বাড়িতে এসে দেখলেন যে দরজায় তালা ঝুলছে, আফান্দী বাড়িতে নেই। জমিদারের তাতে মনে হলো যে তাঁর প্রতি আফান্দীর কোন শ্রদ্ধা নেই। তিনি তখন দরজার ওপর বাঁকাচোরাভাবে "গাধা" লিখে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরেরদিন, বাজারের ভীড়ের মধ্যে ঐ জমিদারের সঙ্গে আফান্দীর দেখা হয়ে গেল। আফান্দী তখন বলল :

"ওঃ হুজুর, খুবই দুঃখিত যে কাল আপনি আমার খোঁজে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম না।"

জমিদার আশ্চর্যান্বিত হয়ে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী করে জানলে যে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম?"

আফান্দী হো হো করে হেসে জমিদারের মোটা পেটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল: "কেন জানব না? আপনি যে আপনার নিজের নামই আমার দরজার ওপর লিখে রেখে এসেছিলেন?"

চোখের খিদে মেটে নি

বেশ কয়েক দিন হল গ্রামের এক বৃদ্ধ জমিদার মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর দুটি চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। ইমাম বার বার কোরান পাঠ ও মোনাজাত করা সত্ত্বেও মৃত জমিদারের চোখের পাতা বুজল না। নিরুপায় হয়ে ইমাম আফান্দীকে ডেকে আনালেন।

"মোনাজাত করার প্রয়োজন নেই। এর ব্যবস্থা আমার নিজস্ব একটি পন্থা দিয়ে করতে হবে।" আফান্দী বিজ্ঞের মতন বলল, "তাড়াতাড়ি এক বাটি পোলাও নিয়ে এসে খাইয়ে দাও। এক পত্তন পোলাও ভালভাবে খাওয়ালে নিশ্চয় চোখ বুজে যাবে।"

ইমাম ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে চীৎকার করে বললেন, "আফান্দী, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। মৃত ব্যক্তি কী পোলাও খেতে পারে?"

"আফান্দী, আমরা দুঃখে মরে যাচ্ছি। আর তুমি মজা করছো? হুজুর তো প্রচুর পোলাও খাওয়ার পরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।" জমিদারের স্ত্রী আফান্দীকে বুঝিয়ে বলল।

আফান্দী ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল, "আপনার মাথা ঠিক রাখুন। জানেন তো প্রবাদ আছে: লোভীদের পেটের ক্ষুধা মিটতে পারে, কিন্তু চোখের ক্ষুধা কখনো মেটে না। দেখুন, হুজুরের বড় চোখ দুটি চেয়ে রয়েছে। এতে কি তিনি আমাদের বুঝাতে চাইছেন না যে তাঁর চোখের খিদে এখনো মেটেনি!"

খোদা দরজা দেখাশোনা করেন

নাসেরুদ্দীন আফান্দী নামাজ পড়তে যাবে। সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল :

"খোদা, আমার দরজা রক্ষার ভার আপনার ওপর দিয়ে গেলাম।" একথা বলে সে নামাজ পড়তে মসজিদে গেল।

নামাজ সেরে আফান্দী বাড়ি ফিরে দেখল যে চোরে তার দরজার পাল্লা দুটি চুরি করে নিয়ে গেছে। তার ভীষণ রাগ হলো। সে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গিয়ে ওখানকার দরজার দুটি পাল্লা খুলে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এসে নিজের বাড়ির সদর দরজায় লাগিয়ে দিল।

ইমাম জানতে পেরে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে আফান্দীর বাড়িতে এসে দাঁড়ি নাড়াতে নাড়াতে এবং চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন :

"আফান্দী, তোমার সাহস তো কম নয়। শেষ পর্যন্ত মসজিদের দরজা চুরি করলে! খোদার দরজা তা তুমি জানো না? তাড়াতাড়ি দরজা নিয়ে গিয়ে মসজিদে যেমন ছিল সেইভাবে লাগিয়ে দিয়ে এসো।"

"ওঃ, মাননীয় ইমাম। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই আপনি অহেতুক এতো চটে যাচ্ছেন!" আফান্দী শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলল, "আমি বাড়ি ছেড়ে নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে আমার দরজা রক্ষার ভার খোদার ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম। খোদা নিশ্চয় চোরকে আমার দরজা চুরি করতে দেখেছিলেন। তবে তিনি চোরকে বাধা দিলেন না কেন? ইমাম, খাঁটি কথা বলছি—খোদা আমার দরজা ফেরত না

দেওয়া পর্যন্ত আমি মসজিদের দরজা ফেরত দেব না।''

ইমাম আর কোন কথা খুঁজে পান না। হতভম্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একটি কথাও না বলতে পেরে বিষণ্ণ মনে মসজিদে ফিরে গেলেন।

একটি রৌপ্যমুদ্রা এক হাজার মুদ্রার সমান

একদিন ইমাম মসজিদে কোরান ব্যাখ্যা শেষ করে উপস্থিত সকলকে এমন একটি কথা বললেন :

''খোদা যদি কোন ইসলামধর্মীকে একটি রৌপ্যমুদ্রা দেন তাহলে ঐ মুদ্রার মূল্য হবে এক হাজার মুদ্রার সমান।''

পরেরদিন, ইমাম নিজের ঘোড়া বাজারে বিক্রী করতে গেলেন। আফান্দী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল :

''মাননীয় ইমাম, ঘোড়ার দাম কত?''

ইমাম আফান্দীকে দেখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন : ''হে আল্লা! ঘোড়া কিনতে চাও তুমি? যদি তুমি বড়াই না কর, তাহলে তোমাকে ঠিক দাম বলছি : এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা। একটি মুদ্রা কম অর্থাৎ নয় শত নিরানব্বুই মুদ্রাতেও বিক্রী করব না!''

আফান্দী তার জেবের মধ্যে রাখা টাকার থলিতে একবার চপেটাঘাত করে উত্তর দিল : ''হুজুর, গরিবদের মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস নেই। আমার টাকা না থাকলে কি আর ঘোড়ার দাম জিজ্ঞেস করতাম! এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা অবশ্যই অতি

বেশী দাম। ঠিক আছে, আপনার মর্যাদা রেখে আমি আর দর-কষাকষি করব না। ঠিক এক হাজার মুদ্রা দিয়েই আমি আপনার ঘোড়া কিনব।'' এই কথা বলে সে টাকার থলি থেকে একটি চকচকে সাদা রৌপ্যমুদ্রা বের করে ইমামের হাতে দিয়ে ঘোড়াটি নিতে গেল।

''আফান্দী, তুমি কি পাগল হয়েছো! আরো নয় শত নিরানব্বুই মুদ্রা দিতে হবে। থলি থেকে বের করে দাও!'' অপ্রসন্ন ইমাম ভ্রু কুঁচকিয়ে রেগে বললেন।

''মাননীয় ইমাম। একটি মুদ্রাও কম হয় নি।'' আফান্দী ইমামের সাদা দাড়ির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ''আপনার দাড়ি এত লম্বা হলো তবুও আপনার কথার কোন ঠিক নেই? কালই আপনি মসজিদে আমাদের বলেন নি যে 'খোদা যদি কোন ইসলামধর্মীকে একটি রৌপ্যমুদ্রা দেন তা হলে ঐ মুদ্রার মূল্য হবে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রার সমান? এই মাত্র আমি আপনাকে যে একটি রৌপ্যমুদ্রা দিলাম, সেটা তো খোদাই আমাকে দিয়েছেন। নতুবা এই নিঃস্ব নাসেরুদ্দীন আফান্দী কোত্থেকে পাবে একটি রৌপ্যমুদ্রা?''

এই কথা বলে আফান্দী হাসিমুখে ইমামের ঘোড়ায় চেপে বাড়ির দিকে চলল।

ইমাম তাঁর হাত তুলে বাধা দিতে গেলেন কিন্তু কি আর করবেন! তাঁর কোন যুক্তি নেই। আর মুখ না খুলে মাথা নীচু করে মন-মরা হয়ে মসজিদে ফিরে গেলেন।

পত্রবাহক খরগোশ

নাসেরুদ্দীন আফান্দী তার নিজের পালিত একটি খরগোশ নিয়ে রাজপ্রাসাদে বিক্রয় করতে গেলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

"কত দামে বিক্রী করবে?"

আফান্দী হাসতে হাসতে উত্তর দিল : "খোদ খরগোশের দাম ৫০ টাকা। আমি ১০০ টাকায় বিক্রী করতে চাই। ইচ্ছা করলে আপনি রাখতে পারেন।"

বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আফান্দী, একটা খরগোশের দাম এত টাকা! বল, এই খরগোশের কি এমন গুণ আছে?"

"জাহাঁপনা, আমার এই খরগোশ একটি সাধারণ খরগোশ নয়। এ একটি বার্তাবাহক খরগোশ।" আফান্দী বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল, "এর অনেক গুণ আছে—যেমন বুদ্ধি রাখে ও দিক্‌নির্ণয় করতে পারে, তেমনি পারে দিনে বহু ক্রোশ দৌড়াতে এবং রাতের অন্ধকারেও পথ হারায় না। আমি অনেক বছর ধরে খুব যত্ন করে পালন করেছি। এই খরগোশ চিঠিপত্রও পৌঁছে দিতে পারে।"

" 'চিঠিপত্রও পৌঁছে দিতে পারে' ?" কথাটি শুনে বাদশাহ একটু উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তবুও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি ভ্রু কুঁচকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন : "আফান্দী, তুমি কি সত্য কথা বলছো না ঠাট্টা করছো?"

আফান্দী গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার কথা একটুকুও মিথ্যা নয়। প্রজার সাহস কি যে সে বাদশাকে ঠকাবে!"

বাদশা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে একটু চিন্তা করে বললেন, ''ঠিক আছে! আমি হাতে-নাতে পরীক্ষা নিতে চাই। যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তাহলে আমি তোমাকে একশো টাকা দেব। আর যদি তোমার কথা মিথ্যা হয়, তাহলে তোমার মাথা কেটে আমাকে দিতে হবে।''

''যথা আজ্ঞা।'' আফান্দী পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলল, ''জাহাঁপনা, তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখুন!''

বাদশা কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভেবে বললেন, ''তুমি খরগোশ-কে বল যে সে তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলবে: বাদশা তোমার বাড়িতে আসছেন এবং তাঁর জন্য যেন পোলাও ও দুধ-দেওয়া চা প্রস্তুত করে রাখা হয়। আমরা ঠিক তারপরই পৌঁছব।''

''জী, জাহাঁপনা!'' আফান্দী উত্তর দিল এবং বাদশার কথা খরগোশকে বলে তাকে ছেড়ে দিল। খরগোশ কিছুক্ষণ লাফালাফি করার পর আফান্দীর বাড়ি ফিরে এলো।

আফান্দী যখন বাদশাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ি এল তখন বাদশা দেখলেন যে পিতলের থালাভর্তি রয়েছে সুগন্ধ পোলাও এবং রঙীন পেয়ালা থেকে চায়ের সুগন্ধ ভেসে আসছে। খরগোশ উঠোনের এক কোণে বসে আরামে নিজের থাবা দিয়ে গোঁফ বুলাচ্ছে।

ঐদৃশ্য দেখে বাদশা মহাখুশী। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন: ''খুব ভালো। আফান্দী, খরগোশটি আমি কিনলাম।'' এই কথা বলে তিনি একশটি টাকা আফান্দীকে দিলেন এবং মনের আনন্দে খরগোশকে যত্ন করে কোলে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পরেরদিন, পত্রবাহক-খরগোশের গুণ দেখানোর জন্য বাদশা স্বয়ং নির্দেশ দিলেন যে, কর্মচারীরা — সামরিক হোক বা বেসামরিক হোক — সকলেই একদিনের জন্য ছুটি নিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে বাড়িতে থাকবেন। জরুরী কাজ উপস্থিত হলে বার্তাবাহক-খরগোশ তাঁদের খবর দেবে।

ঐদিন, শহরের ক্ষুধার্ত প্রজারা — বুড়োবুড়ী, শিশুযুবক দলে দলে প্রাসাদে ঢুকতে থাকল। বাদশা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং রেগে আগুন হলেন। তিনি একদিকে খোদার নাম স্মরণ করতে থাকলেন, অন্যদিকে বার্তাবাহক-খরগোশকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের এই খবর জানানোর জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু খরগোশ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সোজা আফান্দীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। বাদশার কর্মচারীরা প্রাসাদে পৌঁছবার আগেই ক্ষুধার্ত প্রজারা প্রাসাদের খাদ্যভাণ্ডার থেকে সব খাদ্যশস্য নিয়ে ততক্ষণে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে।

কিছুই জানি না

একদিন, নাসেরুদ্দীন আফান্দী তার একজন বন্ধুর সঙ্গে একটি ফলের বাগানে পোলাও রান্না করে খাবে। তার বন্ধু তাকে বলল :

"আফান্দী, আমি প্রথমত হাঁড়ি তুলতে পারি না দ্বিতীয়ত আগুন জ্বালাতে জানি না, আর তৃতীয়ত গাজর কাটতেও

জানি না। এক কথায় আমি কিছুই জানি না।'' এই কথা বলে সে একটি গাছের নীচে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আফান্দী হাঁড়ি তুলল, আগুন জ্বালাল এবং গাজর কেটে অর্ধেক চাউল হাঁড়িতে দিয়ে বাকি অর্ধেক লুকিয়ে রাখল। তাড়াতাড়ি করে চাল সিদ্ধ করে পোলাও খেয়ে সে হাঁড়িকুঁড়ি ধুতে বসল। ঠিক সেই সময় তার বন্ধুর ঘুম ভাঙ্গল।

''আফান্দী সব পোলাও তুমি কেন একা খেয়ে ফেললে? পোলাও রান্না হয়ে গেলে আমাকে একটিবারও ডাকলে না? আমরা একসঙ্গে খেতাম।''বন্ধু অপ্রসন্ন হয়ে বলল।

আফান্দী উত্তর দিল, ''আমার প্রিয় বন্ধু! তুমি যে বললে তুমি কিছুই জান না। আমি ভাবলাম তুমি পোলাও খেতেও জান না। তাই তোমাকে ডাকি নি।''

বুদ্ধিমান বেলিফ

বাদশা শুনলেন যে আফান্দী একজন খুব বুদ্ধিমান, কর্মঠ, চটপটে বার্তাবাহক এবং তার বেশ উপস্থিত বুদ্ধি আছে। তাই নিজের বার্তাবাহক হিসেবে তাকে প্রাসাদে নিযুক্ত করলেন। বাদশা সবসময় আফান্দীকে বলতেন :

''আফান্দী, এখন থেকে তুমি যে কাজই কর না কেন মনে রাখবে যে, সেই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কাজও ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে।''

বাদশার অধীনে কাজ গ্রহণ করে আফান্দী প্রথম প্রথম

কয়েকটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল। তা সব বাদশার মনঃপূত হয়েছিল। খুশী হয়ে বাদশা একদিন উজীরদের বিশেষ করে ডেকে আফান্দীর বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের আফান্দীর কাজের দক্ষতা শিখতে বললেন।

একদিন, বাদশা হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হলেন। তিনি কিছুই খেতে পারেন না এমনকি জলও না। প্রায় অসাড় হয়ে গেলেন। প্রধান উজীর আফান্দীকে ডাকলেন। বাদশা বিড়বিড় করে বললেন :

''আফান্দী, শিগ্‌গির সবচেয়ে নামী হাকিমকে ডেকে আনো। তাকে বল তিনি যেন কালবিলম্ব না করে আমার রোগ দেখতে আসেন।''

''জাহাঁপনা, আপনি কোন চিন্তা করবেন না , আমি অবশ্যই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন করব।''

আফান্দী শহরে ঘোরাঘুরি করে অনেককে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত একজন দক্ষ হাকিমকে খুঁজে পেলো। ফিরবার পথে সে মৃতদেহের পাশে কোরান পাঠের জন্য মসজিদ থেকে একজন মৌলানাকে সঙ্গে নিল, মৃতব্যক্তির শব রাখার জন্য কফিন ভাড়া করল এবং কফিন বহন করার জন্য চারজন গরিব লোককে নিযুক্ত করে সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে ফিরে এল।

কফিন দেখে বাদশা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন, তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকল ও দাড়ি নড়তে থাকল। রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন:

''আফান্দী, আমি এখনো মরি নি। আর তুমি কফিন নিয়ে আমার সামনে হাজির করেছো? দাও তাড়িয়ে মৌলানাকে ! ফেলে দাও কফিন বাইরে!''

আফান্দী মাথা নীচু করে বলল, "জাহাঁপনা! রাগ করবেন না। আপনি শান্ত হোন। রাগে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আর আপনার মৃত্যু হবে। এখনি আমার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি কাজ অর্থাৎ আপনার কবর খনন সম্পন্ন করতে যেতে হবে।"

আফান্দীর কথা শুনে বাদশা রেগে গিয়ে নিজের বুক থাবড়াতে লাগলেন এবং কাশতে কাশতে তাঁর চোখ বুজে গেল, আর কথা বলতে পারলেন না। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ঘোড়া চেনা

একবার, আফান্দী এক দল অপরিচিত সওদাগরদের সঙ্গে একই সরাইখানাতে রাত কাটায়। খুব ভোরে উঠে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য আফান্দী তৈরি হতে থাকে। কিন্তু আস্তাবল থেকে ঘোড়া আনতে গেলে দেখল যে, ওখানে যে প্রায় চল্লিশটি ঘোড়া রয়েছে তাদের রঙ ও আকার প্রায় একই। আফান্দী নিজের ঘোড়া চিনতে পারে না। সে তখন তার বন্দুক তুলে আকাশের দিকে "দুড়ুম" করে একটি গুলি ছুড়ে চীৎকার করে বলল :

"ধর! ধর! ঘোড়া চুরি হচ্ছে!"

সওদাগরেরা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে কোনরকমে কাপড় সামলে আস্তাবলে এসে যে যার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে গেল। কেবলমাত্র আফান্দীরই

ঘোড়াটি ঘাস খেতে খেতে আস্তাবলের মধ্যে পড়ে রইল।

"চোর ভয়ে পালিয়ে গেছে। আপনারা স্বস্তিতে বিশ্রাম করতে যেতে পারেন।" এই কথা বলে আফান্দী ধীরেসুস্থে নিজের ঘোড়ায় চড়ে তার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হল।

রাজহাঁসের মাংস ভাগ

একদিন, একজন কাজি একটি রাজহাঁস রান্না করে নিয়ে বাদশাকে দিতে গেলেন। তিনি বাদশাকে বললেন :

"জাহাঁপনা, আজ আপনার জন্মদিন। আমি জানি আপনি রাজহাঁসের মাংস খেতে খুব ভালবাসেন। আমি নিজে আপনার জন্য এই রাজহাঁসটি রান্না করে নিয়ে এসেছি। আপনি, বেগম এবং শাহজাদা ও শাহজাদীরা খেয়ে দেখুন।"

দুজন শাহজাদা রাজহাঁসের বুকের দিককার মাংস খাবার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করল। দুজন শাহজাদী রাজহাঁসের পায়ের দিককার খাবার জন্য জিদ ধরল। বাদশা ও বেগম বুঝে উঠতে পারেন না কি করবেন। শেষে বাদশা প্রাসাদের পরিচারক নাসেরুদ্দীন আফান্দীকে রাজহাঁসের মাংস ভাগ করে দেবার ভার দিলেন।

আফান্দী চাকু দিয়ে রাজহাঁসের মাথা কেটে সৌজন্যের সঙ্গে তা বাদশার হাতে দিয়ে বলল :

"জাহাঁপনা, আপনি হলেন দেশের সবার মাথা। সুতরাং রাজহাঁসের মাথা আপনারই খাওয়া উচিত। আমি কামনা করি

আপনি চিরদিন দেশের মাথা হয়ে থাকুন।''

আফান্দী আবার চাকু দিয়ে রাজহাঁসের গলা কেটে করজোড়ে তা বেগমকে দিয়ে বলল :

''প্রবাদে আছে : স্বামী যদি মাথা হয় তাহলে স্ত্রী হলো কন্ঠ। আপনি রাজহাঁসের গলা খান। কামনা করি আপনি যেন চিরকাল বাদশার কন্ঠ হয়ে থাকতে পারেন।''

তারপর আফান্দী রাজহাঁসের দুটি ডানা কেটে দুজন শাহজাদীকে দিয়ে বলল :

''শাহজাদীদের একদিন স্বামীর ঘরে যেতে হবে। রাজ-হাঁসের ডানা খেলে আপনারা নিশ্চয়ই অনেক দূরে যেতে পারবেন।''

তারপর, আফান্দী রাজহাঁসের পায়ের পাতা কেটে দুজন শাহজাদাকে দিয়ে বলল :

''আপনারা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজহাঁসের পায়ের পাতা খেলে আপনারা সিংহাসনে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবেন।''

এইভাবে ভাগ করার পর আফান্দী শেষে হাসতে হাসতে বাদশা এবং অন্যান্যদের বলল :

''রাজহাঁসের বাকি বুকের ও পায়ের দিককার মাংস আজ খাওয়া আপনাদের পক্ষে শুভ হবে না। তাই, আমি—নাসেরুদ্দীন—সেগুলি খাব।'' এই কথা বলে সে এক হাতে রাজহাঁসের বুকের মাংস অন্য হাতে তার দুটি পা নিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেল এবং প্রাসাদের ছাঁইচের নীচে বসে মনের আনন্দে তা খেতে লাগল।

"পালোয়ান"

একজন লোক নিজকে ''পালোয়ান'' বলে পরিচয় দিত। একদিন, সে আফান্দীর বাড়ি এসে বলল :

''আফান্দী, তুমি একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আর আমি একজন পালোয়ান। এসো, আমরা বন্ধু হই।''

আফান্দী লোকটির আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল : ''তোমার শক্তি কতখানি?''

লোকটি নিজের বুক চাপড়ে ফলাও করে উত্তর দিল :

"আফান্দী, আমি অনায়াসে এক হাজার 'চিন' ওজনের পাথর একহাতে তুলে নিয়ে প্রাচীরের বাইরের শহরে ছুঁড়ে ফেলতে পারি।"

আফান্দী বলল: "দোস্ত! তুমি নিজের বড়াই করবেনা। এসো, প্রথমে তোমাকে আমি পরীক্ষা করে দেখি।" আফান্দী লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে উঠানে এল।

"পালোয়ান" দাম্ভিকের মতন বলল: "বল, বল! শিগ্‌গির বল। তুমি আমার পরীক্ষা নাও দেখ আমি উত্তীর্ণ হতে পারি কি না।"

"দোস্ত, ধৈর্য হারিও না। একটু বিনয়ী হও।" আফান্দী পকেট থেকে নিজের রুমাল বের করে লোকটির হাতে দিয়ে বলল: "এ একটি সামান্য ওজনের জিনিষ। এটি তুমি উঠানে দাঁড়িয়ে সরাসরি দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেল।"

"পালোয়ান" খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল: "আফান্দী, তুমি আমাকে খেলো করছো? আচ্ছা দেখ, রুমাল-টিকে আমি দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম।" এই কথা বলেই সে রুমালকে দেয়ালের বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলল। হায়, রুমালটি দেয়ালের বাইরে না গিয়ে, সোজা উঠানের মধ্যেই পড়ল।

আফান্দী "পালোয়ান"-এর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসতে থাকল এবং বলল:

"এবারে দেখ আমি শুধু রুমালটিই বাইরে ছুঁড়ে ফেলব না তার সঙ্গে একটি ছোট পাথরও ছুঁড়ে ফেলতে পারি।"

এই কথা বলতে বলতে আফান্দী মাটি থেকে একখণ্ড ছোট পাথর তুলে রুমালের মধ্যে বেঁধে মুহূর্তের মধ্যে তা

দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে ফেলল।

আফান্দী বলল : ''তাহলে তুমি হেরে গেলে, কেমন!''

''পালোয়ান''-এর কান ও মুখ লাল হয়ে উঠল। সে আর কোন কথা না বলে ওখান থেকে পিট্‌টান দিল।

কথায় এক কাজে আর এক

একজন কাজি আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

''আফান্দী, আমাকে বল, লোকেরা কেন আমার সামনে আমাকে প্রশংসা করে, আর আমার পিছনে আমাকে ব্যঙ্গ করে ও গালি দেয়?''

আফান্দী উত্তরে বলল : ''হুজুর, আপনি এখনও তার কারণ জানেন না?''

''না, জানিনা তো।'' কাজি মাথা নেড়ে বললেন।

''তাহলে আমি আপনাকে বলি, শুনুন।'' আফান্দী বলল, ''কারণ, আপনি কথায় এক, কাজে আর এক। তাই লোকেরা আপনার সামনে আপনাকে প্রশংসাই করে, আর আপনার পিছনে আপনাকে গালি দেয়।''

সবচেয়ে ভাল দোয়া

যখন আফান্দী মুচির কাজ করতো, তখন একজন ভুঁড়িওয়ালা মোল্লা তার কাছে এসে বললেন :

''আফান্দী, আমার জুতার তলার সেলাই খুলে গেছে। তুমি সেলাই করে দাও আমি খোদার কাছে তোমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করব।''

''মোল্লা, আমায় মাফ করুন।'' আফান্দী মাথা না তুলে হাতের কাজ করতে করতে বলে, ''অনেক জুতা মেরামতের জন্য জমে গেছে। আপনার জুতা মেরামত করার সময় আর হবে না। দয়া করে আপনি অন্য মুচির কাছে যান।''

মোল্লা হিংস্রের মতন বলে উঠলেন ''না, না,! তা হবে না। এক্ষুণি আমার জুতা তোমার মেরামত করতে হবে। নইলে আমি খোদার কাছে তোমার অমঙ্গল কামনা করব। খোদা নিশ্চয় তোমাকে কড়া শাস্তি দেবেন। তখন তুমি আফসোস করবে।''

আফান্দী তখন হাতের কাজ থামিয়ে বলল, ''ঠিক আছে। এতই যদি আপনার দোয়ার জোর থাকে তাহলে খোদার কাছে এই দোয়া করুন যে আপনার জুতার তলা যেন চিরকাল মজবুত থাকে। সেটাই কি ভাল হবে না?''

মূর্খ বাদশা

সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন বাদশা রাজ্যের কাজ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতেন না। তিনি একেবারে মূর্খ ছিলেন। বিদেশী দূতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময় আবোল-তাবোল বকতেন। একঝুড়ি কথা বললে তার মধ্যে একটিও সারকথা থাকত না। মাঝে মাঝে তিনি এমন সব কথা বলতেন যাতে সবাই লজ্জা পেতেন।

বাদশা তাঁর উজীরের সুপারিশে লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আফান্দীকে নিজের পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করলেন। আফান্দী বাদশার নিকট একটি প্রস্তাব করল :

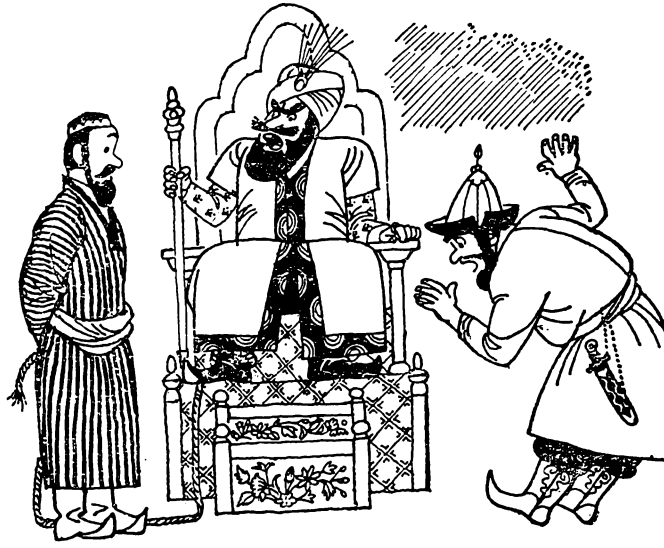

"জাহাঁপনা, আজ থেকে আপনি যখন সিংহাসনে বসবেন, তখন আপনার পায়ে একটি লম্বা দড়ি বেঁধে আমি তার অন্য দিক ধরে থাকব। যদি আপনি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেন, তাহলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। যদি আপনি অসংলগ্ন কথা বলেন, তাহলে আমি তখনি দড়ি ধরে টান দেব আর আপনি অমনি চুপ করে যাবেন।"

বাদশা তার কথায় খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন :

"খুব ভালো পন্থা, খুব ভালো পন্থা।"

পরের দিন, প্রতিবেশী দেশের একজন দূত বাদশার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলে বাদশা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আপনার দেশের বেড়াল ও কুকুররা কি খুব হাসিখুশী? গরু ও ছাগলরাও কি খুব শান্ত ও সুস্থ শরীরের? আর....."

আফান্দী বাদশার এই অর্থহীন কথা শোনামাত্র হাতের দড়ি টেনে বাদশাকে চুপ করিয়ে দিয়ে রাজদূতকে ব্যাখ্যা করে বলল :

"আমাদের বাদশা একজন অগাধ পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রাচীন এবং বর্তমান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসীম। তাঁর প্রতিটি কথার অনেক অর্থ থাকে যা সাধারণ লোকদের পক্ষে বুঝা দুরূহ। তিনি এই-মাত্র যে 'বেড়াল ও কুকুরের' কথা বললেন, তাতে আপনার দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের কথা বুঝায়। আর যে গরু ও ছাগলের কথা বললেন তাতে আপনার দেশের সর্বসাধারণের কথাই বুঝায়।"

এই কথা শুনবার পর বিদেশী দূত উঠে দাঁড়িয়ে বাদশার দিকে মাথা নত করে বললেন :

"শ্রদ্ধেয় জাহাঁপনা। আপনি সত্যই প্রশংসনীয়!"

ঠিক এই সময় বাদশা রেগে মুখ ঘুরিয়ে আফান্দীকে ভৎর্সনা করে বললেন :

"থু, থু, মূর্খ! আমার কথার অর্থ যদি ঠিকই ছিল, তবে কেন আমার পায়ের দড়ি ধরে টান দিয়েছিলে?"

সভ্যের মতন খাওয়া

আফান্দী যখন ছোট ছিল তখন একদিন তার মা পোলাও তৈরি করে নিয়ে এসে দুজন খেতে বসল। আফান্দী দেখল যে তার মা হাতের আঙ্গুল দিয়ে মুঠ মুঠ করে অনায়াসে খেয়ে চলেছেন। তা দেখে আফান্দীও তার দুহাত দিয়ে খেতে শুরু করল। মার খুব রাগ হলো এবং তিনি আফান্দীর কপালের ওপর আঙ্গুল ঠুকে বললেন :

"নাসেরুদ্দীন, তুমি কি পাগল হয়েছো? আজ পোলাও বাড়ন্ত নয়। ধীরে সুস্থে সভ্যলোকের মতন খেলে কি হয় না?"

"মা," আফান্দী তার চোখ তুলে বলল, "তুমি গোগ্রাসে খেয়ে চলেছ লক্ষ্য করে তোমার 'সভ্যলোকের মতন' খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে হাবার মতন দুহাত দিয়ে খাচ্ছিলাম।"

একবার জনসাধারণ সর্বসম্মতিক্রমে আফান্দীকে কাজি নির্বাচিত করতে চাইল। আফান্দী বলল : ''না, প্রথমে আমি কাজির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তারপর তোমরা সিদ্ধান্ত নিও। কেমন?''

সবাই রাজী হলো।

আফান্দী কাজির দরবারে গিয়ে কাজিকে জিজ্ঞেস করল :

''হুজুর, যদি দুটি গরুর মধ্যে লড়াইয়ে একটি গরু আরেকটিকে মেরে ফেলে তাহলে এই মামলার কি করে ফয়সালা হবে?''

কাজি একটু ভেবে বললেন : ''প্রথমেই জানতে হবে নিহত গরুর মালিক কে?''

''যদি নিহত গরু জমিদারের হয়?''

''তাহলে, কোরানের বিধি অনুযায়ী জিতে যাওয়া গরুর মালিক জমিদারকে দুটি গরুর মূল্য দেবে।''

''যদি ঐ নিহত গরুর মালিক একজন গরিব হয়?''

''তাহলে তার তো সহজ ফয়সালা : গরিব একটি গরুর মূল্য দেবে জমিদারকে।''

আফান্দী ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল : ''হুজুর, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। জমিদারের গরু গরিবের গরুকে মেরে ফেললে গরিব কেন জমিদারকে টাকা দেবে?''

কাজি তাঁর থুঁথনিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ''এ একটি খুব সহজ কথা। জমিদারের গরু গরিবের গরুকে মেরে ফেলতে গিয়ে নিশ্চয় অনেক শক্তি ক্ষয় করেছে। সুতরাং

জমিদারের গরুর শক্তিক্ষয়ের জন্য খরচার টাকা গরিবকেই দিতে হবে।''

''হুঁ, হুঁ। আচ্ছা, এই ভাবে ফয়সালা করতে হবে! আমি বুঝলাম।'' আফান্দী কাজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামবাসী-দের কাজির শিক্ষার ''ফলের'' কথা বিনা দ্বিধায় বলল :

''ভাইসব, আমার দ্বারা কাজির কাজ হবে না। কারণ, ঐ কাজির মতন 'নিরপেক্ষ' বিচার আমি একজন্মেও শিখতে পরব না।''

কুৎসিত চেহারা

আফান্দী যখন বাদশার দেহরক্ষীর কাজ করত তখন একদিন বাদশা ভ্রু কুঞ্চন করে আফান্দীকে বললেন :

''হায়, আফান্দী, গতকাল আমি আয়নায় নিজের চেহারা একবার বেশ ভাল করে দেখে আবিষ্কার করলাম যে আমি দেখতে ভীষণ কুৎসিত। এরপর থেকে আমি আর আয়না দেখব না।''

আফান্দী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : ''জাহাঁপনা, আপনি মাত্র একবারই নিজের চেহারা দেখে দ্বিতীয়বার আর আপনার কুৎসিত চেহারা দেখতে চাইছেন না। আর আমরা রোজই অন্তত দশবার আপনার চেহারা দেখি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা অনেক আগেই আপনার কুৎসিত চেহারা না দেখার কথা ভেবেছিলাম।''

ঘোড়া আকাশে উড়ে গেছে

একদিন বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, অনেক দিন ধরে আমার ইচ্ছা আমি আকাশে উড়ে উড়ে সারা দুনিয়া দেখি। দৃষ্টির প্রসারতা করি, চিনি সারা দুনিয়াকে। প্রবাহিত নদ-নদী, বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, শহর-নগর, গ্রাম-পল্লী এবং বন-তৃণভূমি সব যেন আমার নজরে আসে। তুমি আমার এই উদ্দেশ্য সফলে সাহায্য করতে পারবে?"

আফান্দী উত্তর দিল : "অবশ্যই, জাহাঁপনা।"

বাদশা খুশিতে সঙ্গে সঙ্গে বললেন : "তুমি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বটে। এখন বলো, তুমি তা কী করে করবে?"

আফান্দী বলল : "জাহাঁপনা, আপনি ধৈর্যশীল হলে আকাশে উড়া খুবই সহজ হবে। আপনার বেগুনীরঙের ঘোড়াটা আমাকে দিন। আমি ঐ ঘোড়ায় চড়ে সুদূর পাহাড়ের চূড়া থেকে বনৌষধি খুঁজে আনব। আপনার ঘোড়া ঐ বনৌষধি খেলে তার ডানা গজাবে। তখন আপনি ঘোড়ায় চড়ে আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন। তবে, আমার যেতে-আসতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে।"

"আফান্দী! এক বছর কেন আমি তিন বছরও অপেক্ষা করতে রাজী।" বাদশা আহলাদে আট খানা। তিনি তৎক্ষণাৎ আফান্দীকে এক বস্তা সোনা ও রূপা দিলেন এবং তার বেগুনী রঙের ঘোড়া আফান্দীকে দেওয়ার জন্য দেহরক্ষীকে হুকুম করলেন।

আফান্দী বাদশার ঘোড়ায় চড়ে চাবুক মেরে বিদ্যুৎবেগে তার বাড়ির দিকে ছুটল।

বাড়ির উঠানে এসে আফান্দী তার স্ত্রীকে ডেকে বলল: "বিবি, তাড়াতাড়ি ছুরি নিয়ে এসো। আমাদের মাংস খেতে হবে।"

তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এসে জানতে চাইল কি ব্যাপার। সব ঘটনা শুনে তার স্ত্রী চিন্তিত হলো, আবার ভাবল খুব মজার ব্যাপার। সে উদ্বেগের সঙ্গে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল: "তুমি যা ভাবছ তা করলে তোমার শাস্তি পাবার ভয় নেই?"

আফান্দী তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল: "বিবিজান, ভয় পাবার কি আছে? সবসময় শাস্তির ভয়ে দিন কাটালে এই দুনিয়াতে আমার-তোমার ভাগ্যে কোনদিনই মাংস জুটবে না।" একথা বলতে বলতে সে ঘোড়াকে জবাই করল।

প্রায় এক বছরের মাথায় আফান্দী প্রাসাদে ফিরে এল। বাদশা হাসিভরা মুখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"আফান্দী, এক বছর পূর্ণ হতে আর তিনদিন বাকী আছে। তোমার কি মনে হয় যে আমার ঘোড়ার ডানা গজাবে?"

"জাহাঁপনা," আফান্দী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিল, "জাহাঁপনা, আপনার ঘোড়ার ডানা গজিয়ে গেছে।"

বাদশা আনন্দে সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে থাকলেন:

"সাবাস! চমৎকার! তুমি ঘোড়াটিকে সঙ্গে আনো নি কেন?"

আফান্দী বিমর্ষ ও দুঃখের ভান করে উত্তর দিল: "আমি তো এখানেই নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু অর্ধেক পথে আপনার ঘোড়া ডানা মেলে চার পা তুলে শূন্যে উড়ে গেল।"

একথা শুনে বাদশা হতভম্বিত হয়ে গেলেন। তিনি রাগে কাঁপতে থাকলেন। তাঁর চোখের পলক পড়ল না। হঠাৎ তিনি সিংহাসন থেকে মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

"খোদাহাফেজ, জাহাঁপনা।" বাদশার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আফান্দী প্রাসাদ থেকে বিদায় নিল।

শিকারী

একব্যক্তি আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, অনেক বছর ধরে আমি শিকার করে আসছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, শিকারীরা বন্দুক ধরে তাক করার সময় কেন সবসময় এক চোখ বুজে অন্য চোখ খুলে রাখে?"

আফান্দী উত্তর দিল : "তুমিও তোমার এক চোখ খুলে রেখে আরেক চোখ বুজে থাকো। যদি দুটি চোখই বুজে রাখো, তাহলে কিছুই দেখতে পাবে না।"

চোরের মরার জন্য অপেক্ষা

একদিন, এক ছিঁচকে চোর আফান্দীর কুর্তা চুরি করে পালিয়ে গেল। আফান্দী ভাল করে জানত যে ছিঁচকে চোরেরা খুব ধূর্ত হয়, সহজে তাদের ধরা যায় না। কাজেকাজেই,

ঠিক করল মোটেই চোর ধরবার চেষ্টা সে করবে না। সে গিয়ে কবরখানার মধ্যে বসে রইল।

একজন প্রতিবেশী তাকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, তুমি চোরকে ধাওয়া না করে এখানে বসে আছো কেন?"

আফান্দী বলল : "চোর পালাতে পারবে না। আজ না হোক, কাল না হোক একদিন না একদিন চোরকে মরতেই হবে। আমি এখানে তার মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর সে এলে আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝাব।"

এক বাটি বিষ

একসময় আফান্দী কাজির বাড়িতে পরিচারকের কাজ করত। একদিন গ্রামের জমিদার কাজিকে এক বাটি মধু ভেট পাঠালেন। কাজি সবেমাত্র খানা শেষ করে নিজের কাজে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। তাই তিনি আফান্দীকে ডেকে বললেন :

"আফান্দী, আমি আদালতে যাচ্ছি। জমিদার এইমাত্র আমাকে এক বাটি বিষ পাঠিয়েছেন। সাবধানে তুমি তুলে রেখো যাতে ভেঙ্গে না যায়।" এই কথা বলে কাজি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

কাজি চলে যাবার পর আফান্দী ধীরেসুস্থে বসে কাজির খাওয়ার জন্য রাখা চালের পিঠা এনে দিব্যি তা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সবটাই মধু খেয়ে শেষ করল। তারপর সে কাজির

বাড়ির হাঁড়ি, গামলা, বাটি সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলল।

কাজি বাড়ি ফিরে এসে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা মধুর বাটি খালি দেখে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, বিষ কোথাই গেল?"

আফান্দী ভয়ের ভান করে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল :

"হুজুর! আজ আমার অসাবধানতাবশত আপনার হাঁড়ি, গামলা সব কিছু ভেঙ্গে গেছে। আমি জানতাম আপনি বাড়ি ফিরে এসে নিশ্চয় আমাকে ভৎর্সনা করবেন ও জরিমানা চাইবেন। আমি একেবারেই নিঃস্ব। কী করব তা ভাবতে ভাবতে নিরুপায় হয়ে আমি আত্মহত্যা করাই শ্রেয় বলে ভাবলাম। তাই আমি জমিদারের দেওয়া ঐ বিষ খেয়ে ফেলেছি। আমি হয়তো এক্ষুণি মরে যাবো।"

শক্তিক্ষয়ের খেসারতি

একবার গরুর লড়াইয়ে জমিদারের গরু ঢুঁ মেরে আফান্দীর গরুকে মেরে ফেলল। আফান্দী জমিদারকে টানতে টানতে কাজির আদালতে নিয়ে গেল এবং তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

কাজি ফরিয়াদী ও আসামীকে জেরা করার পর কোরান ঘেঁটে রায় দিলেন :

''আফান্দী জমিদারকে দশ টাকা খেসারতি দেবে।''

আফান্দী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল :

''হুজুর, কেন?''

''জমিদারের গরু তোমার গরুকে ঢুঁ মেরে মারার সময় অবশ্যই অনেক শক্তি ক্ষয় করেছে। এই দশ টাকা দিয়ে সেই শক্তিক্ষয় পূরণ হবে।''

কাজির কথা শেষ হতে না হতে আফান্দী কাজির গালে খুব জোরে একটি চড় মেরে বলল :

''হুজুর, আমি আপনাকে চপেটাঘাত করে অনেক শক্তিক্ষয় করলাম। তার খেসারতি হিসেবে আপনার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য সেই দশ টাকা আপনি জমিদারকে দিয়ে দিন।'' কথা শেষ করেই সে বাইরে চলে গেল।

বস্তার বাচ্চা হয়েছে

একবার, গ্রামের একজন সুদখোর আফান্দীর কাছ থেকে একটি বস্তা ধার করতে এলে আফান্দী দুঃখের সঙ্গে বলল :

"আফসোস! আমি আপনাকে বস্তা ধার দিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু এক মাসও হয় নি আমার বস্তার বাচ্চা হয়েছে।

"হা, হা। সত্যিই খুব মজার কথা।" সুদখোর অবাক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে বলল, "তোমার কল্পনার তারিফ করি। এমন অবাক কাণ্ড দুনিয়ার কোথাও কেউ দেখেছে যে বস্তা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে?"

আফান্দী সুদখোরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিল : "আপনার কল্পনা আরও কত সুন্দর! আপনিও কি কম অবাক কাণ্ড করেন! দেখুন, আপনার টাকার পেট নেই, তবু একটি টাকা বছরে কয়েকটি বাচ্চা দেয়। আর আমার বস্তার অত বড় পেট, তাই সারা জীবনে যদি একটি বাচ্চাই দিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"

বড় লাউ ও বড় হাঁড়ি

একদিন, আফান্দী দূরের একটি গ্রামে গিয়েছিল। গ্রাম-বাসীরা আফান্দীকে ফলাও করে বলল :

"আফান্দী, জান? চলতি বছরে আমাদের এখানকার প্রত্যেক পরিবারের ফসল চমৎকার হয়েছে। লাউয়ের কথাই

বলি, প্রতিটি লাউ এতো বড় হয়েছে যে বড় গাড়িতেও ধরে না।''

আফান্দীও তাদের কথার সঙ্গে মিল রেখে বুক থাবড়ে খুশির সঙ্গে বলল :

''আমাদের শহরে কামারদের দক্ষতাও খুব কম নয়। চলতি বছরে তারা ঘরের মতো বড় বড় হাঁড়ি তৈরী করেছে।''

লোকেরা আফান্দীর কথা শুনে অবাক হলো এবং মুখ বাঁকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল :

''আফান্দী, দুনিয়াতে ঘরের মতো বড় এমন হাঁড়ি কি হতে পারে?''

আফান্দী উত্তর দিল : ''ঘরের মতো বড় হাঁড়ি না থাকলে গাড়ির মতো বড় লাউ কি করে রান্না হবে?''

আপনার সঙ্গে থাকব না

একদিন, শহরের একজন কাজি আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

''আফান্দী, মৃত্যুর পর তুমি জান্নাতে না জাহান্নামে যেতে চাও?''

এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আফান্দী মাথা হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল : ''হুজুর, আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছ ক?''

কাজি একটু ভেবে বললেন :

''সারা জীবনে আমি শুভ ও কল্যাণকর কাজ করেছি এবং আন্তরিকভাবে খোদাকে ভক্তি করেছি। আমার মনে হয় আমি

জান্নাতেই যাবো।''

আফান্দী এক মিনিটেও না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল:

''তাহলে আমি যাবো জাহান্নামে। কোনমতেই আমি আপনার সঙ্গে একই দুনিয়াতে থাকতে চাইব না।''

আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছে

গ্রামের জমিদারের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আফান্দী গরিব বলে জমিদার তাকে নিমন্ত্রণ করে নি। আফান্দী বাড়িতে বসে থেকে নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। এই নিঃসঙ্গতা বোধ কাটাবার জন্য সে একটি খাম খুঁজে এনে তার ভেতরে একখণ্ড সাদা কাগজ রেখে তা নিয়ে জমিদারের বাড়িতে এসে হাজির হলো।

''হুজুর, এটা মহান কাজির চিঠি। নিশ্চয় অভিনন্দন পত্র হবে।''

জমিদার চিঠি পেয়ে খুশী হলো এবং আফান্দীকে অতিথি হিসেবে খাবারের জায়গায় বসতে বললো। আফান্দী কোন ভদ্রতা না করে ও অন্যান্য অতিথিদের গ্রাহ্য না করে বাটি-বাটি খাসির মাংস খেয়ে চলল।

জমিদার খাম খুলে দেখল যে ভেতরে একটি সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

''আফান্দী, কাগজে একটি হরফও নেই তো?''

''সম্ভবত মহান কাজি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে কিছু লিখবার

সময় পান নি। তবুও আমার কাজ ছিল আপনাকে চিঠি পৌঁছানো—তা আমি সমাপ্ত করেছি।'' কথা শেষ করে আফান্দী ভোজসভা থেকে বিদায় নিল।

কুকুর রোগা হয়ে যাবে

এক সময় আফান্দী শহরের একজন কৃপণ জমিদারের বাড়িতে পরিচারকের কাজ করত। একদিন, জমিদার আফান্দীকে আদেশ দিলেন :

''আফান্দী আমাকে একটি রোগাটে কিন্তু চতুর শিকারী কুকুর এনে দাও।''

এই নির্দেশ সত্ত্বেও আফান্দী একটি মোটা বুদ্ধু কুকুর নিয়ে এলো।

জমিদার ক্ষেপে গিয়ে বললেন :

''আফান্দী, আমি তোমাকে একটি রোগা চতুর কুকুর আনতে বলেছিলাম না?''

উত্তরে আফান্দী বলল : ''হুজুর, এই মোটা কুকুর আপনার বাড়িতে মাত্র এক সপ্তাহ থাকলেই রোগা হয়ে যাবে।''

জানি না আজ কি করলে ভাল হবে

একদিন আফান্দী মসজিদে যাওয়ার আগে তার দুই হাত ও একটি পা ধোয়া হয়ে গেলে দেখল যে বদনাতে আর জল নেই। নামাজ পড়বার সময় সে একপায়ে দাঁড়িয়ে আরেকটি পা গুটিয়ে রইল।

তা দেখে ইমাম গলার স্বর উচুঁ করে তাকে ভৎর্সনা করে বললেন :

"আফান্দী, তুমি কি করছো? কাউকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছ?"

আফান্দী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল : "ইমাম, আরেকটি পা ধোয়ার সময় পাই নি। এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াতে আপনি আমাকে গালি দিচ্ছেন। দু পায়ে দাঁড়ালে খোদা আমাকে গালি দেবেন। জানি না আজ কি করলে ভাল হবে।"

মাথা জানালায় ঝুলিয়ে না রাখে

আফান্দীর একজন কৃপণ বন্ধু ছিল। একদিন তার বন্ধু ইচ্ছে করে খাবার নাম করে আফান্দীকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছবার জন্য আফান্দী তার বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হলো।

বন্ধু তার বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আফান্দীকে আসতে দেখে সে তার স্ত্রীর কানে

ফিসফিস করে তাকে নীচে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল।

আফান্দী দরজার সামনে এলে বন্ধুর স্ত্রী তাকে বলল :

"নমস্কার, আফান্দী। ছেলেদের বাবা বাড়িতে নেই, কাজের জন্য বাজারে গেছে। তুমি আরেকদিন এসে খেয়ে যেও, কেমন?"

"সে যখন বাড়িতে নেই তখন আমি ফিরেই যাচ্ছি। তবে দয়া করে তুমি তাকে বল যে এরপর থেকে বাইরে গেলে সে যেন তার মাথা জানালায় ঝুলিয়ে না রেখে যায়।" এই কথা বলেই আফান্দী ফিরে চলে গেল।

চিকিৎসার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন

আফান্দী যখন চিকিৎসকের কাজ করত তখন একজন মোটাসোটা জমিদার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আফান্দীকে বললেন :

"আফান্দী, আমার মেদের রোগ হয়েছে। এই রোগ উপশম করার একটি ব্যবস্থাপত্র তুমি লিখে দিতে পারবে!"

আফান্দী বেশ ভাল করে জমিদারের শরীর পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্রে লিখল : "আপনি পনের দিন পর মারা যাবেন।" তারপর ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বললে : "এই নিন, ধরুন!"

এই অদ্ভুত ব্যবস্থাপত্র দেখে জমিদার ভয়ে কাঁপতে লাগলেন ও তাঁর সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটতে থাকল। ভারী পায়ে বাড়ি ফিরে এসে তিনি শয্যা নিলেন। সারাদিন ভাবতে ভাবতে মারা যাবার উপক্রম। তিনি কিছুই খেতে পারেন না। এক ফোঁটা চাও তার মুখে যায় না। এমনি করে পনের দিন কেটে গেল। জমিদারের মেদবহুল দেহ কঙ্কালসার হয়ে পড়ল।

তখন তিনি কোনরকমে আফান্দীর বাড়ি গিয়ে গজগজ করে বললেন : "আফান্দী, তুমি আমাকে ঠকিয়েছো। তুমি বলেছিলে পনের দিন পর আমি মরে যাবো? এই দেখ এখন আমি কেমন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

আফান্দী গম্ভীর হয়ে বলল : "মেজাজ দেখাবেন না। আমার ব্যবস্থাপত্র কি আপনার মেদরোগ সারিয়ে দিল না? এবার শিগ্‌গির আমার চিকিৎসার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন!"

বাদশার শিকার

একদিন, বাদশা আফান্দীকে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। শহরের উপকন্ঠে এলে বাদশা দূরে একটি শেয়ালকে চলাফেরা করতে দেখলেন। তখন তিনি বন্দুক তুলে শেয়ালের দিকে তাক করে একটি গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু তাঁর গুলি শেয়ালের গায়ে লাগল না। বাদশা লজ্জা পেলেন, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বড়াই করে বললেন :

"আফান্দী, আমার শিকারী জীবনে আজই সর্বপ্রথম যে আমার একটি গুলি ব্যর্থ হল। এর কারণ জানো, আজকাল এই শেয়ালগুলো বেশ ধূর্ত হয়ে পড়েছে।"

আফান্দী সঙ্গে সঙ্গে বলল : "জাহাঁপনা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার বন্দুক ছোঁড়ার কৌশল প্রজাদের দেহের ওপর প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত। যদি ওখানে শেয়াল না হয়ে একশজন প্রজা দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে আপনার একশটি গুলির কোনটিও ব্যর্থ হত না।"

আমার হাত নিন

একদিন, ইমাম পুকুরের ধারে পা ধুচ্ছিলেন। অসাবধান-তাবশত, তিনি পুকুরের মধ্যে পড়ে গেলেন। পুকুরের পাড়ে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সকলেই নিজদের হাত বাড়িয়ে ইমামকে বললে "আপনার হাত আমাকে দিন। আপনার হাত

আমাকে দিন!'' কিন্তু ইমাম কোনমতেই নিজের হাত বাড়ালেন না।

এই সময় আফান্দী এসে বলল: ''ভাই সব আমাদের ইমাম জীবনে শুধু 'নেওয়া' শিখেছেন, কখনো 'দেওয়া' শেখেন নি।'' এই কথা বলতে বলতে সে নিজের হাত বাড়িয়ে ইমামকে বলল:

''হুজুর, আমার হাত নিন।''

ইমাম তখন আফান্দীর হাত ধরে পুকুরের পাড়ে উঠে এলেন।

বাদশার পোষাক

একবার, বাদশা এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। ভোজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোক ছিলেন। এই উপলক্ষে বাদশা উপস্থিত অতিথিদের প্রত্যেককেই একটি করে সুন্দর কারুকার্য করা পোষাক উপহার দিলেন। কিন্তু, তিনি আফান্দীকে ডেকে সবার সামনে তাকে গাধার পিঠে ব্যবহৃত চটের তৈরী আবরণ উপহার দিলেন। আফান্দী খুব সম্মান ও বিনয়ের সঙ্গে বাদশার হাত থেকে তা নিল এবং বাদশাকে বারবার কুরনিশ করে অশেষ ধন্যবাদ জানাল। তারপর আফান্দী অতিথিদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলল:

''মাননীয় অতিথিবৃন্দ, বাদশা আপনাদের যে পোষাক

উপহার দিলেন তা সিল্ক ও সাটিনের তৈরী হলেও কেনা হয়েছে বাজার থেকে। আর দেখুন, বাদশা আমাকে কতো শ্রদ্ধা করেন! তিনি আমাকে উপহার দিলেন তাঁর নিজের ব্যবহৃত পোষাক।''

এক পা বিশিষ্ট রাজহাঁস

আফান্দী একটি রাজহাঁস সিদ্ধ করে তা বাদশাকে উপহার দিতে গেল। যেতে যেতে তার খিদে পেয়ে গেলে সে পথের পাশে বসে রাজহাঁসের একটি পা খেয়ে ফেলল।

প্রাসাদে এসে আফান্দী খুব সম্মানের সঙ্গে বাদশাকে, ঐ সিদ্ধ রাজহাঁস দিল। বাদশা রাজহাঁস নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

''আফান্দী, তোমার রাজহাঁসের কি একটি মাত্র পা?''

আফান্দী ভাবতেই পারে নি যে বাদশা উপহার পাওয়া জিনিষ এত ভাল করে দেখবেন। কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। ঘটনাক্রমে প্রাসাদের চত্বরে এক দল রাজহাঁস এক পা গুটিয়ে আর একপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল। আফান্দীর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এল। সে রাজহাঁসগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল :

''জাহাঁপনা, দুনিয়ায় সব রাজহাঁসেরই একটি মাত্র পা আছে। দু'পা বিশিষ্ট রাজহাঁস তো কখনো দেখা যায় না। আপনি চত্বরে দাঁড়ানো ঐ রাজহাঁসগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন!''

বাদশা তাকিয়ে দেখলেন এবং প্রহরীকে লাঠি দিয়ে রাজ-

হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে দেবার জন্য হুকুম দিলেন। বেচারা রাজহাঁসগুলো প্রহরীর লাঠির আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য দু'পায়ে চলতে চলতে উড়ে গেল। বাদশা হেসে বললেন :

"আফান্দী, দেখলে, এই সব রাজহাঁসের মধ্যে কোনটিরও কি মাত্র একটি পা আছে?"

আফান্দী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল : "জাহাঁপনা, রাজহাঁসের কথা বাদ দিন। অত মোটা লাঠি নিয়ে কেউ যদি আপনাকে তাড়া করে তাহলে আপনারও দুপা চারপায়ে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াবেন।"

আমার নিজের বাড়ির দেয়াল ভাঙছি

আফান্দী জমিদারের কাছ থেকে একশ ইউয়ানপাও (জুতার আকারে সোনা বা রুপা দিয়ে তৈরী সামন্ত চীনে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত) ধার নিয়ে সে নিজে এবং তার পরিবারের অন্যান্য-দের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে একটি দোতলা বাড়ি তৈরী করল। আফান্দীর ঐ বাড়ীতে যাবার আগেই নূতন ঘর দেখে জমিদারের মনে মনে খুব পছন্দ হল এবং ঠিক করল যে ঐ বাড়ীর ওপরের তলা দখল করে নিজে থাকবে আর তাতে আফান্দীর ঋণ শোধ বলে গণ্য করা হবে। আফান্দী রাজী না হলে ঐ মুহূর্তেই তাকে ঋণের টাকা ফেরত দিতে বলবে। সেই মত সে আফান্দীকে প্রস্তাব করল।

জমিদারের কথা শুনে কোন অখুশির ভাব না দেখিয়ে

আফান্দী বলল :

''খুব ভাল, খুব ভাল। আপনার দেনা কি করে শোধ করব তা নিয়ে আমিও খুব চিন্তান্বিত। ভালই হল। আপনার কথাই থাকল।''

জমিদার সপরিবারে মনের আনন্দে আফান্দীর নূতন বাড়ীর দোতলায় এসে বাস করতে থাকল।

কিছু দিন চলে গেল। হঠাৎ একদিন আফান্দী তার কয়েক-জন প্রতিবেশী নিয়ে এসে গাঁইতি দিয়ে তার বাড়ীর নিচের তলার দেয়াল ভাঙ্গতে লাগল। জমিদার নীচের তলায় শব্দ শুনে দৌড়ে নেমে এসে দেখে অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠল :

''আফান্দী তুমি কি পাগল হয়েছো যে নূতন বাড়ী ভাঙ্গছো ?''

আফান্দী দেয়াল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল : ''আপনি আপনার বাড়ীতে গিয়ে বসুন। এর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।''

জমিদার উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে গলা ছেড়ে বললো : ''অবশ্যই সম্পর্ক আছে। জানো না আমি এই বাড়ীর দোতলায় থাকি ? বাড়ী ভেঙ্গে পড়লে কি হবে ?''

আফান্দী বলল : ''তাতে কি হয়েছে ? আমি ভাঙ্গছি আমার অংশের দেয়াল, আপনার অংশের নয়। আপনি আপনার নিজের ঘর যত্ন করে দেখাশোনা করুন যাতে তা না ভেঙ্গে পড়ে। ভাঙ্গলে আমরা জখম হব।'' এই কথা বলে সে গাঁইতি তুলে দেয়াল ভাঙ্গতে শুরু করল।

নিরুপায় হয়ে জমিদার সুর নরম করে আফান্দীর সঙ্গে আপোস করার জন্য বললো :

''ভাই, আফান্দী! আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা ভেবে

তুমি তোমার এক তলাও আমাকে বিক্রী কর, কেমন?''

''বিক্রী? আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমাকে দুশ ইউয়ান-পাও দিন।'' আফান্দী বলল।

''এটা..... এটা.....'', জমিদারের মুখে কথা আসে না।

''এক ইউয়ানপাও কম দিলে আমি বিক্রী না করে বরং বাড়ী ভেঙ্গে দেব।'' আফান্দী আবার গাঁইতি তুলল।

''আচ্ছা, বাবা আচ্ছা, আমি কিনব।'' জমিদার তখন অনন্যোপায় হয়ে সম্পূর্ণ বাড়ীটি কিনে নিলো।

রাক্ষস

বাজারে একজন দালাল আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

"শুনেছি, তোমার নাকি প্রায়ই রাক্ষসের সঙ্গে দেখাশোনা হয়। আমাকে বল তো রাক্ষসের চেহারা কি রকম?"

আফান্দী উত্তরে বলল :

"তুমি আয়নায় নিজের চেহারা একবার দেখ তাহলে রাক্ষসের চেহারা কি রকম তা তুমি সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার দেখতে পারবে।"

কৃপণ জমিদার

এক ভীষণ কৃপণ জমিদার ছিলেন। একবার তিনি আফান্দী-কে তাঁর বাড়ীতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। জমিদার নিজের জন্য পুরো এক বাটি দুধ নিলেন, আর আফান্দীকে আধা বাটিরও কম দুধ দিয়ে বার বার বলতে থাকলেন :

"খাও, খাও, আফান্দী। তোমাকে আপ্যায়ন করার জন্য ভাল খাবার আর কিছু নেই। এই এক বাটি টাটকা দুধ খেয়ে ফেল।"

"হুজুর, আমাকে একটি করাত দিন!" আফান্দী বলল।

"করাত? কিসের জন্য?" জমিদার ধাঁধাঁয় পড়লেন।

"দেখুন!" আফান্দী তার দুধের বাটি দেখিয়ে বলল, "এই বাটির উপরের অংশ কোন কাজের নয়। তাই ভাল হবে আমরা প্রথমে বাটির এই ফালতু অংশকে কেটে ফেলি।"

সব সত্য কথা

একবার, বাদশা তাঁর প্রজাদের দুঃখদুর্দশা জানবার জন্য আফান্দীর বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন দেখতে তার অবস্থা কেমন।

"প্রথমে আমাকে তোমার চাষজমি দেখাতে নিয়ে চল!" বাদশা বললেন।

"আমার জমি সব খোজার হাতে।" আফান্দী উত্তর দিল।

"তোমার ফসল কোথায়?"

"সবই জাহাঁপনার প্রাসাদে জমা দিয়েছি।"

"তোমার বাড়ীর ছাদ নেই কেন?"

"জমিদার ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

"তোমার ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই কেন?"

"কাজি কেড়ে নিয়ে গেছেন।"

"তোমার ছেলে কোথায়?"

"বেগ সাহেব তাকে মেরে ফেলেছেন।"

"তোমার স্ত্রী কোথায় গেল?"

"যাতে জাহাঁপনা তার প্রতি নজর না দেন তাই সে লুকিয়ে পড়েছে।"

"তোমার বড্ড সাহস দেখছি যে আমাকে সব মিথ্যা কথা বলছ?" বাদশা হুঙ্কার দিয়ে বললেন।

"প্রতিটি কথাই সত্য, জাহাঁপনা।" আফান্দী বলল, "আমি মিথ্যে কথা বললে আপনার মেজাজ অত খারাপ হোত না।"

সত্যিকারের বন্ধু

আফান্দী কাজি নিযুক্ত হলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে অনেক লোক তার বাড়িতে এসে ভিড় করল। একজন তাকে বলল :

"আফান্দী, তুমি গর্বের পাত্র। দেখ, কত লোক তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছে।"

উত্তরে আফান্দী বলল :

"আপাততঃ আমার কতজন বন্ধু তা বলা খুব মুশকিল। কে আমার সত্যিকারের বন্ধু তা তখনই জানা যাবে যখন আমি আর কাজির পদে থাকব না।"

উপদেষ্টা

একদিন একজন উজীর বাদশাকে আফান্দীর নাম সুপারিশ করে বললেন :

"জাহাঁপনা, আফান্দী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সব বিষয়েই তার দক্ষতা আছে। সে শুধু বাক্যালাপে পটু নয় একজন দূরদর্শী ব্যক্তিও বটে। তার কূটনীতি জ্ঞানও খুব উচ্চ স্তরের। তাকে জাহাঁপনা উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করবেন কি?"

"ঠিক আছে!" বাদশা মাথা নেড়ে রাজী হলেন এবং আফান্দীকে নিয়ে আসতে বললেন।

বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন : "আমি চাই, প্রজারা সকলে ধনী হোক। তুমি বল, তার জন্য আমাকে কি কি

বিজ্ঞ নীতি অবলম্বন করতে হবে?''

''জাহাঁপনা, বিজ্ঞ নীতি তো আছে। কিন্তু আমি জানি না তা জাহাঁপনার পক্ষে পালন করা সম্ভব হবে কিনা।'' আফান্দী খুব আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দিল। ''প্রজাদের কাছ থেকে আপনি যে খাদ্যশস্য শোষণ করেন এবং যে টাকা-পয়সা কেড়ে নেন তা সব যদি তাদের ফেরত দিয়ে দেন তাহলে প্রজারা কি সব ধনী হয়ে যাবে না?''

তুমিও একটি নেকড়েবাঘ

একবার, একজন বেগসাহেব নেকড়েবাঘের মুখ থেকে একটি ভেড়াকে বাঁচিয়েছিলেন। ভেড়াটিকে নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু বাড়ী পৌঁছানো মাত্র তিনি ভেড়াকে জবাই করতে গেলেন। ভেড়াটি প্রাণপণে চীৎকার শুরু করল। বেগের পাশের বাড়ীতে থাকত আফান্দী। ভেড়ার চীৎকার শুনে সে বেগের বাড়ীতে এলো।

আফান্দীকে দেখে বেগ বললেন:

''এই ভেড়াটির প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি।''

''তবুও সে কেন আপনাকে গালি দিচ্ছে?'' আফান্দী জিজ্ঞেস করল।

''সে আমাকে কি গালি দিচ্ছে?''

''সে বলছে যে তুমিও একটি নেকড়েবাঘ।''

আফান্দী কয়েক রতি সোনা ধার করে নিয়ে গাধার পিঠে চড়ে শহরের বাইরে গেল। সে বালিতে বসে বেশ সূক্ষ্মভাবে ঝাঁঝরি দিয়ে সোনা ছাঁকতে লাগল। কিছুক্ষণ পর, বাদশা শিকার করতে সেখানে এসে আফান্দীকে ঐ ভাবে কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"ওহে, আফান্দী, তুমি কী করছো?"

"ওঃ, জাহাঁপনা, আপনি! আমি ব্যস্ত আছি। দেখুন তো, আমি সোনা বপন করছি?"

বাদশা একথা শুনে আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"আমাকে বল, বুদ্ধিমান আফান্দী, সোনা বপন করলে কি হবে?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না? আজ সোনা বপন করা হলে শুক্রবারে তার ফল পাওয়া যাবে এবং প্রায় এক তোলা সোনা পাবো।"

একথা শুনে বাদশার মনে বেশ লোভ হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন : এই সস্তা জিনিষ অবশ্যই নিতে হবে। তাই তিনি হাসিমুখে আফান্দীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলো :

"আমার আফান্দী! তুমি এইটুকু সোনা বপন করলে কি ধনী হবে? ইচ্ছা করলে বেশী বীজও ছড়াতে পারো। বীজ না থাকলে আমার রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে এসো! যত চাও তত নাও! তা আমরা দুজন একসঙ্গে বপন করেছি বলে গণ্য করা হবে। সোনা ফললে দশ ভাগের আট ভাগ আমাকে দিলেই চলবে।"

"ভালই বুদ্ধি, জাহাঁপনা!"

পরের দিন, আফান্দী প্রাসাদে গিয়ে দু তোলা সোনা নিয়ে এল। তারপর এক সপ্তাহের পর সে প্রায় দশ তোলা সোনা নিয়ে প্রাসাদে হাজির হলো। বাদশা বস্তা খুলে দেখলেন যে ভেতরে চকচক করছে অনেক সোনা। খুশিতে ভরপুর তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন যে গুদাম থেকে বেশ কয়েক বাক্স সোনা এনে সব আফান্দীকে দিতে যাতে সে ঐ সব সোনা বপন করতে পারে।

আফান্দী ঐসব সোনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে গরিবদের মধ্যে বিলি করল।

এক সপ্তাহের পর আফান্দী খালি হাতে বিমর্ষ মুখে বাদশার সঙ্গে দেখা করতে গেল। আফান্দীকে দেখে বাদশার মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

"কি খবর আফান্দী! সোনা বোঝাই করা গাধা ও গাড়ি কি এসেছে?"

"সর্বনাশ!" আফান্দী হঠাৎ কেঁদে ফেলল। "আপনি কি দেখেন নি যে একয়েক দিনে কোন বৃষ্টি হয় নি? আমাদের সোনা সব খরায় পুড়ে গেছে। ফসলের কথা ছেড়ে দিন এবারে বীজও জলে পড়ে গেল।"

বাদশা তৎক্ষণাৎ রেগে গিয়ে সিংহাসন থেকে আফান্দীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং চীৎকার করে বললেন:

"সব বাজেকথা, কে তোমার বাজেকথা বিশ্বাস করবে? তুমি আমাকে ঠকাতে চাও? সোনা কি খরায় পুড়ে যেতে পারে?"

আফান্দী উত্তরে বলল, "এতে আশ্চর্যের কথা কি আছে? সোনা খরায় পুড়ে যাওয়ার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি কি করে সোনা বপন করার কথা বিশ্বাস করলেন?"

একথা শুনে বাদশা আর কিছুই বললেন না। তিনি চুপ করে থাকলেন।

যে নেকড়ে ভেড়া খায় না

একজন বৃদ্ধ পশুপালক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

"আফান্দী, আমি মাঠে অনেক ভেড়া চড়িয়েছি। কিন্তু অনেক ভেড়াও নেকড়েবাঘের মুখে পড়ে মারা গেছে। আমি জানতে চাই দুনিয়াতে কি এমন নেকড়েবাঘ আছে যে ভেড়া খায় না?"

''আছে। অবশ্যই আছে।'' আফান্দী উত্তর দিল।

''তা কি ধরণের নেকড়েবাঘ?''

''মরা নেকড়েবাঘ।'' আফান্দীর উত্তর।

বাদশার কীমত

একদিন, বাদশা এবং আফান্দী এক সঙ্গে স্নান করছিলেন। বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন:

''আফান্দী, আমার চেহারা অনুযায়ী বাজারে কৃতদাসরূপে আমাকে বিক্রয় করতে গেলে আমার কতো দাম হবে?''

''বড় জোর দশটি ইউয়ানপাও হবে।'' আফান্দী বলল।

বাদশা ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে গালি দিয়ে বললেন:

''বেওকুফ! অন্য জিনিষের কথা বাদই দিলাম আমার এই জরির কাজ করা গলাবন্ধেরই দাম হবে দশ ইউয়ানপাও।''

আফান্দী গলাবন্ধকে দেখিয়ে বলল: ''ঠিকই বলেছেন, বিজ্ঞ জাহাঁপনা। আমি যে দশ ইউয়ানপাও দামের কথা বলেছি তা ঠিক এই গলাবন্ধের জন্যই বলেছি।''

বাদশার চার পা

একবার আফান্দীর চোখের রোগ হলে সে সবজিনিষ অস্পষ্ট দেখতে থাকল। তা জেনেও বাদশা তাকে ডেকে এটা-ওটা দেখাতে থাকেন। একসময় তিনি তামাসা করে বললেন :

"তুমি যাই দেখ না কেন তাই দুটো করে দেখছ, নয় কি? আফান্দী, তুমি এত গরীব যে, তোমার আছে মাত্র একটি গাধা। এবারে তোমার দুটি গাধা হবে। তুমিও ধনী হয়ে উঠবে, হা, হা, ...।"

আফান্দী বলল : "ঠিকই বলেছেন, জাহাঁপনা! যেমন, আমি এখন দেখছি যে আপনার চারটি পা, একেবারে আমার গাধার মতো।"

স্বর্ণমুদ্রা ও ন্যায়

একদিন, বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, যদি তোমার সামনে দুটো জিনিষ রাখা হয়— একটি হল স্বর্ণমুদ্রা আর একটি হল ন্যায়। তাহলে তুমি কোনটা বেছে নেবে?"

"আমি স্বর্ণমুদ্রা বেছে নেব।" আফান্দী উত্তর দিল।

বাদশা বললেন: "কেন? আফান্দী, আমি হলে স্বর্ণমুদ্রা না নিয়ে ন্যায় বেছে নিতাম। স্বর্ণমুদ্রাতে এমন কি আছে? ন্যায় খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। জান?"

আফান্দী বলল: "জানি। জাহাঁপনা। যার যেটা অভাব সে সেটাই চায়। আপনার যেটা অভাব সেটাই আপনি বেছে নিতে চাইছেন।"

পেচক বলছে

নিজের সম্পর্কে বড়াই করে আফান্দী প্রায়ই বলত, "আমি পাখীরও ভাষা বুঝতে পারি।" একথা শুনে বাদশা শিকারে যাওয়ার সময় আফান্দীকে সঙ্গে নিলেন।

পথে যেতে যেতে তাঁরা হঠাৎ একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গুহার সামনে এলেন এবং দেখতে পেলেন যে ঐ গুহার উপর বসে একটি পেচক বুদবুদুম করে ডাকছে। বাদশা তখন আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, "পেচক কি বলছে?"

আফান্দী বাদশার নাকের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে উত্তর দিল:

"পেচক বলছে: যদি বাদশা তাঁর প্রজাদের প্রতি এইভাবে শাসন ও অত্যাচার করে চলেন, তাহলে তাঁর রাজ্যেরও আমার এই আস্তানার মতন অবস্থা হবে।"

বাদশার আত্মা

একদিন, বাদশা আফান্দীর সঙ্গে সঙ্গে বসে খোশগল্প করছিলেন। তখন তিনি আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"তোমার মতে আমি মারা যাওয়ার পর আমার আত্মা কি জান্নাতে না জাহান্নামে যাবে?"

"আপনার আত্মা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" আফান্দী উত্তর করল।

বাদশা আগুন হয়ে আফান্দীকে গালি দিতে লাগলেন।

আফান্দী বলল : "রাগ করবেন না, জাহাঁপনা। আমার কথা শুনুন। তার কারণ হলো যে যাদের জান্নাতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় তাদের অনেককে আপনি হত্যা করেছেন। কাজেই আপনার জন্য জান্নাতে আর কোথাও ঠাঁই নেই।"

একমাথা বুদ্ধি

গ্রামে একজন নূতন কাজি এলেন। কোন একজন লোক তাঁর পক্ষ হয়ে আফান্দীকে বলল :

"জান, আফান্দী, তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর মাথা বুদ্ধিতে ভরা।"

আফান্দী বলল : "হতে পারে, কাজি হলে তাঁর কোন বুদ্ধি খরচের দরকার হয় না। তাই কাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বুদ্ধি তার মাথায় জমে যায়।"

অমুক দিন আসুন

আফান্দী একটি ছোট কাপড় রঙ করার কারখানা খুলে নিকটের গ্রামবাসীদের কাপড় চোপড় রঙ করত। গ্রামবাসীরা সবাই আফান্দীর কাপড় রঙ করার খুব প্রশংসা করছে শুনে জমিদারের খুব হিংসে হলো। তাই তিনি আফান্দীকে জব্দ করার জন্য একদিন একটুকরো কাপড় নিয়ে আফান্দীর কারখানায় এসে উপস্থিত হলেন। ভিতরে ঢুকে তিনি গলা ছেড়ে বলেন :

"আফান্দী, আমার এই কাপড়টিকে ভাল করে রঙ করে দাও তো। তোমার দক্ষতা একবার পরখ করে দেখি।"

"হুজুর, আপনি কোন রঙ চান?"

"আমি যে রঙ চাইছি তা অতি সাধারণ। তা লাল, নীল ও কালো নয়, আবার সাদা, সবুজ অথবা বেগুনীও নয়। বুঝতে পারছ, বিখ্যাত রঞ্জক আফান্দী? কেমন, পারবে তো?"

"বুঝতে পেরেছি, হুজুর, বুঝতে পেরেছি।" আফান্দী দাম্ভিক জমিদারের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর হাত থেকে কাপড় নিয়ে বলল, "আপনার পছন্দমতনই রঙ করব।"

"কি? তুমি রঙ করে দিতে পারবে....." জমিদার একটু খুশির ভাবে বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে আমি কবে নিতে আসব?"

আফান্দী কাপড়টি আলমারীতে বন্ধ করে তালা দিতে দিতে বলল, "অমুক দিন আসুন যেদিন সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহসপতিবার নয়, আবার শুক্রবার অথবা শনিবার এমনকি রবিবারও নয়। হুজুর, সেই দিন এলেই আপনি আপনার রঙ করা কাপড় নিতে আসুন।"

উঠানে তেল পরিপূর্ণ

আফান্দী যখন ছোট ছিল তখন সে গ্রামের জমিদারের বাড়িতে উঠান ঝাঁট দেওয়ার কাজ করতো। জমিদার নিয়ম করেছিলেন যে বছরের শেষে আফান্দীকে তার সারা বছরের মজুরি একসঙ্গে দেওয়া হবে। একবার, বছরের শেষ দিন এলে খুব সকালে জমিদার আফান্দীকে ডেকে বললেন:

"নাসেরুদ্দীন, আজ উঠান পরিষ্কার করার সময় তুমি এক বিন্দুও জল ব্যবহার করতে পারবে না। তবে ঝাঁট দেবার পর উঠান যেন ভিজা ভিজা থাকে। নইলে সারা বছরের মজুরি কেটে নেওয়া হবে, আর সামনের বছর থেকে এখানে তোমার কাজ করতে হবে না।" কথা শেষ করেই জমিদার নববর্ষের জন্য জিনিষ কিনতে বাজারে চলে গেলেন।

আফান্দী কোন কথা না বলে সমস্ত উঠান ঝাঁট দিল। তারপর, জমিদারের গুদাম থেকে তেলের জালা এনে সব তেল উঠানে ঢেলে ভিজা ভিজা করে দিয়ে জমিদারের বাড়ীর সিঁড়িতে বসে মজুরি নেবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

বিকালে জমিদার বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলেন যে আফান্দী সারা উঠানে তেল ঢেলে রেখেছে। তা দেখে জমিদার তো রেগে আগুন। তিনি চীৎকার করে বলতে থাকলেন:

"আমার তেল এনে দাও! আমার তেল এনে দাও!"

আফান্দী দাঁড়িয়ে উঠে বলল: "হুজুর, রাগ করছেন কেন? দেখুন, আমি উঠানে এক বিন্দুও জল দিই নি তবুও সবজায়গা কি ভিজা ভিজা দেখাচ্ছে না? আমি তো আপনার কথা মতনই কাজ করেছি। এক্ষুণি আমার মজুরি দিয়ে দিন।

সামনের বছরে আপনি আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও আমি আর কাজ করব না।''

জমিদারের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। আফান্দীকে মজুরি দেওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর রইল না।

"সাবাস"

একবার শীতকালে, আফান্দী একটি হররতখানা তৈরী করে সেখানে বাঙ্গিঁর চাষ করল। বাঙ্গিঁ পাকলে আফান্দী ভাল পয়সা রোজগারের আশায় কয়েকটি সেরা বাঙ্গিঁ বেছে

নিয়ে বাদশার কাছে বিক্রী করতে গেল। কিন্তু, হায়, কে জানত যে, বাদশা বাঙ্গিঁগুলো নিয়ে একটি পয়সাও আফান্দীকে দেবেন না। তিনি শুধু আফান্দীকে একজন ভাল প্রজা বলে ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং পরপর তিনবার ''সাবাস'' বললেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলে আফান্দীর বেশ খিদে পেয়ে গেল। কিন্তু পকেটে একটি পয়সাও নেই, কি হবে। ভাবতে ভাবতে সে একটি হোটেলে এসে কুড়িটি মাংসের চপ খেয়ে ফেলল।

খাওয়া শেষ করে সে তিনবার ''সাবাস'' বলে হোটেল থেকে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

হোটেলের মালিক তখন চীৎকার করে উঠল: ''পয়সা কই? তুমি পয়সা দাও নি তো!''

''কি বলছো? এক্ষুণি তোমাকে পয়সা দিলাম না?'' আফান্দী আশ্চর্য হয়ে তাকে বলল।

মালিক আর কথা না বলে আফান্দীকে ধরে নিয়ে বাদশার কাছে হাজির হল। বাদশা সব ঘটনা শুনে রেগে আফান্দীকে গালি দিতে দিতে বলেন:

''আফান্দী, তুমি চপ খেয়ে পয়সা দাও নি কেন?''

উত্তরে আফান্দী বলল, ''জাহাঁপনা, আমার কোন দোষ নেই। এই মালিক খুবই লোভী। আমি মাত্র কুড়িটি মাংসের চপ খেয়েছি, এবং আপনি আমার বাঙ্গিঁগুলো কেনার পর আমাকে যে তিনবার 'সাবাস' দিয়েছিলেন আমি সেগুলি সবই তাকে দিয়েছি। সে আবার পয়সা চাইছে কি করে?''

বাদশা তা শুনে চুপ করে গেলেন।

সদুপদেশ

একদিন, আফান্দী কিছু পয়সা রোজগারের আশায় হাতে দড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে মুটেদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক ঐ সময় একজন মোটাসোটা জমিদার ওখানে এসে চীৎকার করে বললেন :

''আমি এক বাক্স সুন্দর চীনামাটির জিনিষ কিনেছি। যে এই বাক্স আমার বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবে তাকে আমি তিনটি সদুপদেশ দেবো।''

তার ঐ কথা শুনে কোন মুটেই গ্রাহ্য করল না। কেবল আফান্দীরই কথাটা ভাল লাগল। সে মনে মনে ভাবল, ''পয়সা তো যে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু সদুপদেশ পাওয়া দুষ্কর। সদুপদেশ শুনে কিছু জ্ঞান বাড়ান যাবে।'' তাই আফান্দী এগিয়ে গিয়ে বাক্স তুলে জমিদারের সঙ্গে চলতে থাকল।

পথে যেতে যেতে আফান্দী 'সদুপদেশ' বলার জন্য অনুরোধ করলে জমিদার বলতে থাকলেন :

''ঠিক আছে, তবে শোন! যদি কেউ বলে যে, ভরা পেটের চেয়ে খিদে পেটে থাকা ভাল তাহলে তাকে বিশ্বাস করবে না।''

''এ একটি উত্তম উপদেশ।'' আফান্দী বলল, ''আর দ্বিতীয় উপদেশটি কি?''

''যদি কেউ তোমাকে বলে যে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার চেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া ভাল তাহলে তাকে বিশ্বাস করবে না।''

''ঠিক, ঠিক। এর চেয়ে আর খাঁটি কথা হতে পারে না।'' আফান্দী বলল, ''তৃতীয়টা কি?''

"শোন, যদি কেউ বলে যে দুনিয়াতে তোমার চেয়ে আরও বোকা মুটে আছে তাহলে তাকে আদৌ বিশ্বাস করবে না।"

জমিদারের তৃতীয় উপদেশটি শোনামাত্রই আফান্দী তার হাতের দড়ি ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্স দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।

আফান্দী বাক্স দেখিয়ে বলল: "যদি কেউ বলে যে এই বাক্সের মধ্যেকার চীনামাটির জিনিষগুলো ভেঙ্গে যায় নি তাহলে আপনি তাকে আদৌ বিশ্বাস করবেন না।"

অদ্ভুত প্রশ্ন

বাদশা নিজেকে একজন খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে করতেন। তাই তিনি প্রায়ই অন্যদের হেয় প্রতিপন্ন করানোর জন্য তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন।

একবার তিনি বারো হাজার পণ্ডিত ব্যক্তিকে এক সমাবেশে ডেকে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু কোথায়। কিন্তু তাঁরা কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। তা দেখে বাদশার মনে আর খুশি ধরে না। তিনি তৎক্ষণাৎ সারা রাজ্যে ফরমান জারি করলেন, যে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে, আর উত্তর ভুল হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

বহুলোক ফরমান দেখল। কিন্তু সকলেই মাথা নেড়ে চলে গেল। কেবল আফান্দী ফরমান দেখে তার গাধায় চড়ে

রাজপ্রাসাদের দিকে গেল।

আফান্দী তার গাধাকে সঙ্গে নিয়ে বাদশার দরবারে হাজির হলো। বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, তুমি জান পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু কোথায়?"

"জী, জাহাঁপনা। আমি জানি।" আফান্দী উত্তর দিল, "পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ঠিক আমার গাধার সামনের দিকের বা পায়ের নীচের মাটিতে।"

"বাজেকথা। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমার কথায় বিশ্বাস না হলে জাহাঁপনা নিজে পৃথিবী মেপে দেখে নিতে পারেন। ভুল হলে নিশ্চয়ই আমাকে শাস্তি দেবেন।"

"তা.....তা" বাদশা বেশ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে আর

একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, ''আমাকে বল, আকাশে তারার সংখ্যা কতো?''

''আকাশের তারার সংখ্যা?'' আফান্দী দ্বিধা না করে উত্তর দিলো, ''বেশী নয়, কমও নয়, আপনার দাড়ির চুলের সংখ্যা যত ঠিক ততই হলো আকাশের তারার সংখ্যা।''

''কি বলছো? সব বাজেকথা।''

''না, জাহাঁপনা, তা হাজারবার সত্যি। বিশ্বাস না করলে জাহাঁপনা আকাশে গিয়ে একটি একটি করে তারা গুণে দেখুন। যদি একটি বেশী বা একটি কম হয়, তাহলে আমাকে শাস্তি দেবেন।''

''আ..... চ্ছা, তাহলে বলো, আমার দাড়ির চুলের সংখ্যা কতো?''

আফান্দী একহাতে গাধার লেজ তুলে অন্য হাতে বাদশার চিবুক দেখিয়ে বলল :

''আমার গাধার লেজে যতো সংখ্যক চুল আপনার দাড়িতে ঠিক ততো সংখ্যক চুল আছে।''

বাদশা রাগে টেবিলে চাপড়ে চীৎকার করে বললেন :

''মূর্খ। ডাহা বাজে কথা।''

আফান্দী অবিচলিতভাবে বলল :

''জাহাঁপনা, প্রথমে আপনি নিজের দাড়ির চুল গুণে দেখুন তারপর আমার গাধার লেজের চুল গুণে দেখবেন। একটি একটি করে সব গুণে নিলে বুঝতে পারবেন আমার উত্তর বাজে না ঠিক।''

আফান্দীর উত্তর শুনে বাদশা আর একটি কথাও বললেন না।

ভেতরে না থাকাই শুভ

একজন লোক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

''পথে যেতে যেতে কাউকে কফিন নিয়ে যেতে দেখলে কফিনের আগে থাকব না পিছনে থাকব?''

''দুটিই ভাল!'' আফান্দী উত্তর দিল।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল :

''কফিনের ডান দিকের চেয়ে বা দিকে থাকা কি আরো ভাল নয়?''

আফান্দী হাত দিয়ে তাকে কাছে আসতে ইশারা করে তার কানেকানে বলল :

''সত্যিকথা বলতে কফিনের ভেতরে না থাকাই শুভ।

কাজ করার হাত

গ্রামের একজন কুঁড়ে লোক একদিন আফান্দীকে বলল :

''ভাই আফান্দী, কাল আমি তোমার বাড়ীতে খেতে চাই। তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ভাল খাবার রান্না করতে বল।''

''ঠিক আছে। যেও।'' আফান্দী রাজী হয়ে বলল।

পরের দিন খুব ভোরে ঐ কুঁড়ে লোকটি আফান্দীর বাড়ীতে গিয়েই চীৎকার করে বলল :

''ওহে আফান্দী! শিগ্‌গিরি এক বদনা জল নিয়ে এসো, আমি হাত ধুয়ে তারপর খাব।''

আফান্দী এক বদনা জল এনে ঐ লোকের হাতে জল ঢালতে ঢালতে বলল :

''দুঃখের কথা, খাবার এখনো তৈরী হয় নি।''

''কি ? কেন ?''

''সবই তৈরী আছে, শুধু ছোট একটি জিনিষের অভাব হচ্ছে। শুধু সেই জিনিষেরই অভাব।

''কি জিনিষ ?''

আফান্দী তার কানের কাছে মুখ এনে বলল :

''শুধু কাজ করার হাত!''

গাধাদের শাসক

একবার, বাদশা আফান্দীকে অপমান করতে চাইলেন। একদিন, তিনি আফান্দীকে রাজপ্রাসাদে ডেকে সকল উজীরের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন :

''এখন আমি ঘোষণা করছি : আজ থেকে আফান্দী রাজধানীর গাধাদের শাসক রূপে নিযুক্ত হল।''

এই ঘোষণা শুনে সব উজীর হো-হো করে হাসতে থাকলেন। কিন্তু আফান্দী আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতি সম্মানের সঙ্গে বাদশাকে সালাম জানাল। তারপর সে হেলে-দুলে সামনে এগিয়ে বাদশার সিংহাসনের সবচেয়ে ওপরে গিয়ে বসে পড়ল।

বাদশা রেগে চীৎকার করে বললেন : ''আফান্দী, তোমার

সাহস তো কম নয়। তুমি আমার মাথার ওপর গিয়ে বসেছো। শিগ্‌গির নেমে এসো।''

আফান্দী দু'হাত তুলে খুব গম্ভীর হয়ে বাদশা ও উজীরদের বলল :

''চুপ, চুপ। নির্বোধ গাধারা! সোরগোল করবে না। তোমাদের শাসক — আফান্দীর আদেশ শোন।''

কাঁদার কারণ

একদিন আফান্দী একা নদীর ধারে বসে ছিল। কিছুক্ষণ পর, দুজন মোটাসোটা লোক ওখানে এসে দেখল যে নদীর অপর পারে যাবার জন্য কোন সেতু নেই। তাই তারা আফান্দীকে কাকুতি-মিনতি করে বলল :

''মহাশয়, আমরা দুজন রাজধানীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। শুনেছি প্রতিবেশী রাজ্যে ব্যবসা বেশ ভাল চলছে। তাই আমরা ওখানে দেখতে যাচ্ছি। আপনি আমাদের পিঠে করে নদী পার করে দিলে আমরা প্রত্যেকে আপনাকে একটি করে ইউয়ানপাও দেব।''

আফান্দী বলল: ''নদীর জল খুব গভীর এবং স্রোতও প্রবল। আপনাদের নিয়ে নদীতে ভেসে গেলে কি হবে?''

''মহাশয়, কিচ্ছু ভাববেন না। ব্যবসায়ীদের কাছে প্রাণের চেয়ে পয়সার মূল্য বেশি।'' একজন ধনী লোক বলল।

''মহাশয়, আমরা ভেসে যাব না। ঘটনাচক্রে আমরা ভেসে

গেলেও আপনাকে দোষ দেব না।'' অন্য ধনী লোকটি বলল।

''তাহলে ঠিক আছে।'' আফান্দী একজন ধনী লোককে পিঠে নিয়ে নদী পার হল এবং একটি ইউয়ানপাও পেল। সে অন্য ধনী লোককে পিঠে নিয়ে নদীর মাঝে এলে ইচ্ছা করে পিছলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকটি নদীর স্রোতে ভেসে গেল।

নদীর অপর পারে বসে অন্য ধনী লোকটি শুনতে পেল তার বন্ধু নদীর মধ্য থেকে ''বাঁচাও!'' ''বাঁচাও!'' বলে চীৎকার করছে। ভয়ে সে কাঁদতে শুরু করল।

নদী থেকে উঠে এসে আফান্দীও কাঁদতে শুরু করল।

ধনী লোকটি আফান্দীকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল :

''মহাশয় আমি তার জন্য কাঁদছি কারণ সে আমার বন্ধু। আপনি কাঁদছেন কেন?''

আফান্দী উত্তরে বলল, ''আপনি কাঁদছেন, কারণ আপনার বন্ধু স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেলেন। আমি কাঁদছি কারণ আমারও এক ইউয়ানপাও স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেল।''

আমার পেছন দেখুন

একবার আফান্দী বাদশার প্রতি অসম্মান দেখিয়েছিল। বাদশা রেগে গিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং তাকে বললেন : ''এখন থেকে আমি আর তোমার মুখ

দর্শন করব না।''

কিছু দিন পর, প্রতিবেশী দেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁরা একটি জটিল প্রশ্ন বাদশাকে জিজ্ঞেস করলেন। বাদশা তিন দিন তিন রাত ভেবেও তার উত্তর ঠিক করতে পারলেন না। তখন একজন উজীর বাদশাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন :

''জাহাঁপনা, সারা দেশে আফান্দী ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। আপনি দয়া করে আফান্দীর দোষ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে প্রাসাদে আসতে হুকুম করুন যাতে সে এই সব বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।''

বাদশা নিরুপায় হয়ে আফান্দীকে আবার রাজপ্রাসাদে আসবার জন্য হুকুম দিলেন।

আফান্দী প্রাসাদের দরজায় পৌঁছান মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে বাদশার দিকে পেছন করে চলতে থাকল।

তা দেখে বাদশা রেগে তাকে গালি দিয়ে বললেন :

''আফান্দী, তামাসা করছো? ঘুরে দাঁড়াও। আমার একটি জরুরী কাজ করে দাও।''

''জাহাঁপনা, আমি কেমন করে ঘুরে দাঁড়াব? আপনি কি বলেন নি যে আপনি আর আমার মুখ দর্শন করবেন না। তাই আমি নাচার। আজ আপনি শুধু আমার পেছন দেখুন।'' আফান্দী উত্তর দিল।

পুত্র ভাল না কন্যা ভাল

একবার বেগম গর্ভবতী হলেন। বাদশা আফান্দীকে ডেকে তাকে গণনা করে বলতে বললেন যে বেগম পুত্র না কন্যা সন্তান প্রসব করবেন।

"পুত্র না হলে কন্যা হবে।" আফান্দী উত্তরে বলল।

"পুত্র ভাল না কন্যা ভাল?" বাদশা জিজ্ঞেস করলেন।

"পুত্র হলে সেও তো মানুষ, মেয়ে হলে সেও মানুষ।" আফান্দী বলল।

বাদশা বললেন: "বোকার মতো কথা বলছ কেন? আফান্দী, কন্যা হলে কি কোন কাজ হবে? শুধু পুত্র হলেই তবে সে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারবে।"

"জাহাঁপনা, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার সিংহাসন শূন্য থাকলে প্রজারা কিছুদিন নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে।"

সত্যিই এতে দই নেই

বাদশা ও উজীরেআজম শিকার শেষ করে ফিরবার পথে ভীষণ তৃষ্ণার্ত হলেন। তাঁরা আফান্দীর বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছলেন। উজীরেআজম ঘোড়া থেকে না নেমে চীৎকার করে বললেন:

"ওহে, কে আছো শিগ্‌গির দই এনে তার সঙ্গে ঠাণ্ডা

জল মিশিয়ে দু গেলাস সরবৎ করে দাও। আমাদের খুব পিপাসা পেয়েছে।''

আফান্দী খালি হাতে আস্তে আস্তে বাইরে এসে বাদশাকে সালাম জানাবার পর বলল :

''সকালে আমি বেশ পরিশ্রম করেছিলাম এবং খুব তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাই আমি সব দই খেয়ে ফেলেছি। এখন আমার এক ফোঁটাও দই নেই।''

বাদশা এবং উজীরেআজম অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। যখন তাঁরা অনেক দূরে চলে গেছেন এমন সময় আফান্দী একটি দই-এর ভাঁড় হাতে নিয়ে বাড়ীর ছাদে উঠে চীৎকার করে বলল :

''জাহাঁপনা ফিরে আসুন! ফিরে আসুন!''

বাদশা ও উজীরেআজম দই-এর ভাঁড় দেখে আনন্দে ঘুরে দ্রুতগতিতে ফিরে এলেন। তাঁরা আবার দরজার সামনে পৌঁছলে আফান্দী ভাঁড় উল্টে করে দেখিয়ে তাঁদের বলল :

''সত্যিই, আমি দুঃখিত। আপনারা এই ভাঁড় দেখুন, সত্যিই এতে দই নেই।''

খাবার ঘ্রাণের দাম

একবার, একটি গরিবলোক হঠাৎ একদিন আফান্দীর কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করে বলল :

''ভাই আফান্দী, আমি বড্ড বিপদে পড়েছি। আমাকে

সাহায্য করতে পারবে?''

''নিশ্চয়, লোককে সাহায্য করা আমি গৌরব এবং আনন্দের কাজ বলে মনে করি। তুমি বল কি করতে হবে!'' আফান্দী বলল।

গরিবলোকটি একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''আমার মতো গরিবলোকদের বেঁচে থাকা খুব মুশ্কিল। গতকাল আমি জমিদারের চালু এক খাবারের দোকানের দরজার সামনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন জমিদার বললেন যে যেহেতু আমি তার দোকানের খাবারের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছি তাই আমাকে পয়সা দিতে হবে। আমি পয়সা না দিলে সে কাজির কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করে এসেছে। আজ কাজি তার বিচার করবেন। তুমি কি আমার পক্ষ থেকে ওকালতি করতে পারবে?''

''অবশ্যই, কেন না।'' আফান্দী রাজী হয়ে গরিবলোকটির সঙ্গে কাজির দরবারে গিয়ে হাজির হল।

জমিদার তার আগেই সেখানে হাজির ছিলেন এবং কাজির সঙ্গে খুব খুশিমনে গল্প করছিলেন। কাজি গরিবলোকটিকে দেখামাত্র রাগান্বিত হয়ে গালি দিয়ে বললেন :

''নির্লজ্জ! তুমি জমিদারের দোকানের খাবারের ঘ্রাণ নিয়ে পয়সা দাও নি কেন? এক্ষুণি পয়সা দিয়ে দাও!''

''একটু সবুর করুন,'' আফান্দী এগিয়ে এসে কাজিকে। সালাম করে বলল, ''ও আমার বড় ভাই। ওর কাছে পয়সা নেই ওর হয়ে আমি জমিদারকে পয়সা দেব। কেমন?''

আফান্দী তার কোমর থেকে তামার পয়সা ভর্তি একটি থলি বের করে জমিদারের কানের কাছে নাড়াতে নাড়াতে তাকে জিজ্ঞেস করল :

''হুজুর, আপনি কি এই থলির মধ্যে পয়সার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?''

''কি? আওয়াজ? হাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'' জমিদার বললেন।

''তাহলে মিটে গেল। এই লোকটি আপনার খাবারের ঘ্রাণ নিয়েছিল আর আপনি আমার পয়সা আওয়াজ শুনলেন। হিসেব মিটে গেল।''

এইকথা বলে আফান্দী গরিবলোকটির হাত ধরে বাইরে চলে গেল।

জেলাশাসক ও কুকুর

একবার জেলাশাসক আফান্দীকে হুকুম দিলেন এমন একটি হিংস্র কুকুর খুঁজে আনতে যে কুকুরটি লোকদের ধরতে পারবে এবং কামড়াতেও পারবে। কয়েকদিন পর আফান্দী এমন একটি শান্ত কুকুর নিয়ে এলো যে লোকদের দেখে একবারও ডাকে না। জেলাশাসক বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে রেগে বললেন :

"আফান্দী, তুমি কি কালা? আমি কি ধরনের কুকুর চেয়েছিলাম তা তুমি শুনতে পাও নি?"

"হুজুর, আমি শুনেছিলাম। যে ধরনের কুকুরই আপনার কাছে আসুক না কেন, আপনার সঙ্গে থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে সে লোকদের ধরতে ও কামড়াতে শিখে যাবে, এমনকি লোকদের সিন্দুক খুলে টাকা বের করতেও শিখে যাবে।" আফান্দী বলল।

কড়াইয়ের বাচ্চা

একবার নাসেরুদ্দীন আফান্দী জমিদারের কাছ থেকে একটি বড় কড়াই ধার করেছিল। কিছুদিন পর আফান্দী ঐ কড়াইয়ের মধ্যে আর একটি ছোট কড়াই রেখে একসঙ্গে নিয়ে জমিদারকে ফেরত দিতে গেল। জমিদার দুটো কড়াই পেয়ে খুবই খুশী। কিন্তু অবাক হয়ে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"ভাই আফান্দী, আরেকটি ছোট কড়াই কি করে এলো?"

"হুজুর, আপনি আমাকে যখন কড়াই ধার দিয়েছিলেন তখন তার বাচ্চা হবার সময় হয়েছিল। তাই সে আমার বাড়ী যাওয়ার দুদিন পরই একটি বাচ্চা দিয়েছিল। আমি মা-কড়াই সমেত তার বাচ্চাকে আপনাকে ফেরত দিলাম।" আফান্দী বলল।

"খুব ভাল কথা। এর পরে যে কোন সময় তোমার কড়াইয়ের প্রয়োজন হলে দ্বিধা না করে নিয়ে যেও!" জমিদার মনের আনন্দে দুটো কড়াই নিলেন।

দুদিন পর আফান্দী আবার কড়াই ধার করতে এলো। সে জমিদারকে বলল যে তার বাড়ীতে অনেক অতিথি এসেছে তাই তার একটি সব চাইতে বড় কড়াইয়ের প্রয়োজন। জমিদার অবশ্য তাকে ধার দিতে খুশী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ীর সব চেয়ে বড় কড়াই আফান্দীকে ধার দিলেন।

এক সপ্তাহ গেল আর এক সপ্তাহ গেল, এইভাবে চোখের পলকে একমাস পার হয়ে গেল। তবুও আফান্দী বড় কড়াই ফেরত দেয় না। জমিদার বেশ উদ্বিগ্ন হলেন এবং আফান্দীর বাড়ীতে গিয়ে কড়াই আনবার জন্য তৈরী হলেন। ঠিক সেই সময় আফান্দী গাধায় চড়ে বিষণ্ন মুখে জমিদারের বাড়ী এসে হাজির হলো।

আফান্দী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: "হায়, হুজুর, খুব আফসোসের কথা আপনার বড় কড়াই আমার বাড়ী যাওয়ার দুদিন পরই মারা গিয়েছিল। ভাবছিলাম যে চল্লিশ দিন পর আপনাকে জানাতে আসব। আবার ভাবলাম আপনি হয়ত কড়াই ফেরত পাবার জন্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন। তাই আজ আমি বিশেষ করে আপনাকে জানাতে এলাম।"

"মূর্খ, কি যা-তা বলছো?লোহা দিয়ে তৈরী জিনিষ কি করে মারা যায়?" জমিদার চীৎকার করে বললেন।

"হুজুর, ভেবে দেখুন, যদি বড় কড়াই একটি বাচ্চা দিতে পারে তাহলে সে মারাও যেতে পারে।" আফান্দী উত্তর দিল।

সবচেয়ে বেশী খুশির দিন

একদিন বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন:

"আফান্দী, তুমি গাধায় চড়ে সারা দেশ দেখেছ। প্রজারা কি কি ভাবে তা তুমি সব জান। আমাকে এখন বল, কোন-

দিন আমার প্রজাদের সবচেয়ে বেশী খুশির দিন হবে?''

''জাহাঁপনা, সেই দিন যে দিন আপনি জান্নাতে যাবেন।'' আফান্দীর উত্তর।

চুরি রোধ করা

একবার, আফান্দী রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল যে, কয়েকজন উজীর একদল মজুরদের প্রাসাদের প্রাচীর আরো উঁচু করার কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। আফান্দী খুব অবাক হয়ে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো :

''প্রাচীর তো বেশ উঁচু ছিল। আরো উঁচু করার কি দরকার?''

উজীরেরা উত্তর দিলেন : ''আফান্দী, আজ তোমার মাথায় কি হয়েছে? বাইরে থেকে চোরেদের প্রাসাদে ঢুকে সোনা রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ চুরি রোধ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।''

''বাইরের চোরেরা তো এই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে না বটে,'' আফান্দী উজীরদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ''তবে ভেতরের চোরদের চুরি কেমন করে রোধ করা যাবে?''

এক রাতে বাদশা চল্লিশটি লেপের নীচে শুয়েও ঠাণ্ডা বোধ করছিলেন। তখন তিনি আফান্দীকে ডেকে বললেন :

''আফান্দী, যদি তুমি একটি মাত্র জামা পরে সারা রাত উঠানে কাটাতে পার তাহলে আমি তোমাকে একশটি ইউয়ানপাও দেব।''

''ঠিক আছে।'' আফান্দী এই কথা বলে তার গায়ের তুলার কোট ছেড়ে রেখে উঠানে গেল। উত্তুরে হাওয়া এসে তার গায়ে সূঁচের মতন বিঁধছিল। আফান্দী হঠাৎ দেখল যে প্রাচীরের কোণে একটি পাথরের বড় নোড়া রয়েছে। তা দেখে সে কাছে গিয়ে ঐ নোড়াটিকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। এইভাবে সে ঘুরে ঘুরে সারা রাত কাটাল। তার ঠাণ্ডা না লেগে বরঞ্চ সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটতে থাকল।

পরদিন ভোরে বাদশা ঘুম থেকে উঠে মনে মনে ভাবলেন যে আফান্দী নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগে মারা গেছে। তিনি জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে আফান্দী উঠানে বেশ মনের আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করছে। আফান্দীকে একশ ইউয়ানপাও দেবার ইচ্ছা বাদশার আদৌ ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে আফান্দীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন :

''গতকাল রাতে চাঁদ উঠেছিল?''

''হাঁ, চাঁদ উঠেছিল।'' আফান্দী উত্তর দিল।

''ওঃ, তাহলে বুঝতে পেরেছি! তুমি চাঁদের আলো পোহাচ্ছিলে? বেশ গরমেই ছিলে! ঠাণ্ডা আর লাগবে কি করে! এই অবস্থায় তুমি কেন আমিও খালি গায়ে চাঁদের

আলোর নীচে রাত কাটাতে পারতাম।" এইকথা বলে বাদশা আফান্দীকে তাড়িয়ে দিলেন।

কয়েক মাস পর বাদশা ও উজীরেরা শিকার করতে বের হলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। গোবি মরুভূমির ওপর সূর্যের তাপ ছিল আগুনের মত। বাদশা ও উজীরেরা খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খাবার জন্য আফান্দীর বাড়িতে গেলেন।

আফান্দী তখন কুয়োর ধারে বসে ছিল। বাদশা তাকে দেখে চীৎকার করে বললেন :

"ঠাণ্ডা জল আছে? শিগ্‌গিরি আমাকে ঠাণ্ডা জল খেতে দাও।"

"হাঁ, জাহাঁপনা! এখানে ঠাণ্ডা জল আছে।" আফান্দী উত্তর দিল।

"জল কোথায়?" বাদশা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

আফান্দী কুয়োর ধারে বাদশাকে আসতে বলে ঝুঁকে কুয়োর জল দেখিয়ে বলল, "এখানেই তো!"

"শুধু কুয়োর জল দেখিয়ে দিলেই কি আমার পিপাসা মিটে যাবে?" বাদশা রেগে বললেন।

"জাহাঁপনা! যদি চাঁদের আলোতে শরীর গরম হয় তাহলে কুয়োর জল দেখলে কি আপনার পিপাসা মিটে যাবার কথা নয়?" আফান্দী উত্তর দিল।

জান্নাতে যাবার উত্তম পন্থা

একবার বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন : "এমন একটি পন্থা বল যা অবলম্বন করলে আমার মৃত্যুর পর জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত হতে পারে।" আফান্দী উত্তরে বলল, "সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল আপনি কোন কাজকর্ম না করে দিনরাত ঘুমিয়ে থাকুন।"

একথা শুনে বাদশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি কিছু চর্চা করা যায়?"

"ঘুমিয়ে থাকা আপনার পক্ষে সবচাইতে উত্তম চর্চা।" আফান্দী উত্তরে বলল, "আপনি ঘুমিয়ে থাকলে আর কোন মন্দ কাজ করতে পারবেন না। তার কারণ হল প্রবাদ আছে: জাগ্রত মন্দলোকের চেয়ে ঘুমন্ত মন্দলোক ভাল।"

মরা মানুষ

একবার, জেলাশাসক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি অনেক নামকরা হাকিম দেখালেন, এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য ওষুধ খেলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। নিরুপায় হয়ে তিনি আফান্দীকে তার রোগ সারাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

আফান্দী এসে জেলা শাসককে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে তৎক্ষনাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জেলাশাসকের পরিবারপরিজনদের দিকে তাকিয়ে মেজাজ দেখিয়ে বলল :

''হাকিম হয়ে আমি শুধু জ্যান্ত মানুষের চিকিৎসা করি। আপনারা কেন মরা মানুষের চিকিৎসা করার জন্য আমাকে ডেকেছেন?''

তাঁরা আফান্দীর কথা শুনে প্রত্যুত্তর করলেন :

''কি বলছো? আফান্দী, জেলাশাসক তো বেঁচেই আছেন।''

আফান্দী বলল : ''ঠিক। দৈহিক বেঁচে আছেন বটে কিন্তু সর্বসাধারণের প্রতি কাজকর্মে তিনি একেবারেই হৃদয়হীন এবং তাঁর মন অনেক আগেই মারা গেছে। আপনারাই বলুন, যে মানুষের মন মৃত সেই মানুষকে মরা মানুষ না বলে কি জ্যান্ত মানুষ বলা যায়?''

সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি

একবার আফান্দী ছেঁড়া কাপড় পরে বন্ধুর ভোজসভায় যোগদান করতে গেল। তার বন্ধু ভাবল যে লোকে তাকে গরিবের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে বিদ্রূপ করবে এবং তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। তাই সে আফান্দীকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

আফান্দী বাড়ী ফিরে এসে একটি নতুন পোষাক পরে আবার তার বন্ধুর বাড়ীতে গেল। এবারে তার বন্ধু তাকে ফিটফাট পোষাক পরা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সাদরে আফান্দীকে অতিথিদের সঙ্গে বসতে বলল। তারপর সে খুব বিনয়ের সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখা খাবারগুলি দেখিয়ে বলল :

"ভাইসব, আপনারা খেতে শুরু করুন।"

আফান্দী সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ তার জামার হাতার কাছে নিয়ে গিয়ে একবার খাবার আর একবার হাতার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল :

"খাও! আমার নূতন পোষাক তুমি যেমন ইচ্ছা খাও।"

তার বন্ধু আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল :

"ভাই আফান্দী, তুমি কি করছ?"

আফান্দী বলল : "বন্ধু, যাকে তুমি খুব মর্যাদা দিলে আমি সেই সুন্দর পোষাককেই খাওয়াচ্ছি।"

তৃষ্ণার্ত পকেট

একবার আফান্দী তার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গেল। তার বন্ধু পোলাও, মাংসের ঝোল, সিমাইয়া, নান ইত্যাদি খাবার এবং নানা রকমের ফল অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন।

আফান্দীর পাশে বসে একজন অতিথি শুধু যে একটানা খেয়ে চলেছিলেন তা নয় তিনি সকলের অগোচরে নানা খাবারও তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখছিলেন। আফান্দী তা দেখতে পেয়ে নিশ্চুপে একটি চায়ের পাত্র তুলে নিয়ে ঐ অতিথির পকেটের মধ্যে চা ঢালতে লাগল।

ঐ অতিথি তখন রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন :

"তুমি কি করছো, আফান্দী? এ তোমার ইয়ার্কি মারার

জায়গা নয়।''

আফান্দী বলল, ''কিছুই করছি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আপনার পকেট অনেক কিছু খেয়ে ফেলেছে। হয়ত এখন তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তাই আমি তাকে চা খাওয়াচ্ছি।''

তুমি কি করে জানলে

একদিন, আফান্দী তার বন্ধুকে একটি চিঠি লিখছিল। তখন, একজন লোক চুপি চুপি এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে ঐ চিঠি পড়তে থাকল। আফান্দী তা টের পেয়েই চিঠিতে লিখল :

''.....তোমাকে লিখবার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে একজন অভদ্র ও নির্লজ্জ ব্যক্তি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে আমার এই চিঠি পড়ছে.....''

ঐ লোকটি তা পড়ামাত্রই রেগে গিয়ে আফান্দীর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল :

"আমাকে যাচ্ছেতাই বলে গালি দিচ্ছ ? আমি কখন তোমার চিঠি পড়লাম ?"

আফান্দী বলল : "তুমি বেশ চালাক দেখছি। আমার লেখা চিঠি না পড়লে তুমি কি করে জানলে যে আমি তোমাকেই গালি দিয়েছি ?"

খোদার বাণী

আফান্দী খুব গরিব ছিল। প্রায়ই তার খাবার জুটত না। একদিন, সে বাজারে গিয়ে চলতে চলতে চীৎকার করে বলতে থাকল :

"আমি খোদার বাণী নিয়ে এসেছি, আমি খোদার বাণী নিয়ে এসেছি।"

তার চীৎকার বাজারে পাহারারত সিপাইরা শুনতে পেল। তারা তৎক্ষণাৎ জেলাশাসকের কাছে গিয়ে এই খবর দিল। জেলাশাসক সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আফান্দীকে তার আদালতে ডেকে আনালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

"তুমি খোদার বাণী এনেছ, তাহলে বল খোদা আমার জন্য কি বাণী পাঠিয়েছেন ?"

আফান্দী বলল, "খোদা আমার সঙ্গে অনেক ভাল ভাল বাণী পাঠিয়েছেন। আগে, আমার জন্য কিছু ভাল খাবার নিয়ে

আসুন! পেট ভরা থাকলে ভাল করে বলতে পারব।''

জেলাশাসক তাঁর জন্য ভাল বাণী কি আছে তা জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে তার পরিচারকদের অনেক ভাল খাবার আনতে বললেন। আফান্দী ধীরেসুস্থে সব খাবার খেয়ে তারপর বলল :

''খোদা আমাকে বলেছেন : আফান্দী, জেলাশাসক জনসাধারণের বহু জিনিষ হস্তগত করে তাদের নিঃস্ব করে ফেলেছেন। তুমি এখন জেলাশাসকের কাছে খেতে যাও!''

দুদিন আগে মারা যাব

একবার, আফান্দী উজীরেআজমের সঙ্গে ঠাট্টা করে বলল যে তিনি পরের দিন মারা যাবেন। ঘটনাচক্রে, পরের দিনই উজীরেআজম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। একথা শুনে বাদশা রেগে আগুন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আফান্দীকে ধরে আনালেন এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

''আফান্দী, তোমার শাপে আমার উজীরেআজম মারা গেলেন। তার শাস্তি কি হবে, বল?''

''যদি জাহাঁপনা মনে করে থাকেন যে আমার শাপে উজীরেআজম মারা গেছেন, তাহলে আপনি যে শাস্তি দিতে চান তা আমি মাথা পেতে নেব।'' আফান্দী বলল।

''খুব ভাল।'' বাদশা বললেন, ''যখন উজীরেআজমের মৃত্যুর দিন তোমার জানা ছিল, তাহলে তোমার নিজের মৃত্যুর দিনও জানা আছে। যদি তা বলতে না পার তাহলে আজ তোমার মৃত্যু অনিবার্য।''

আফান্দী বলল : ''অবশ্যই আমার জানা আছে, জাহাঁপনা। আপনার মৃত্যুর দুদিন আগে হবে আমার মারা যাবার দিন। আমি কেবল আপনার দুদিন আগে মারা যাব।''

বাদশা অবশ্য দীর্ঘ আয়ু চাইছিলেন। তাই তার কথা শুনে মনে মনে ভাবলেন যে আফান্দী যত বেশী দিন বেঁচে থাকে ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, এই কথা ভেবে তিনি আফান্দীকে ছেড়ে দিলেন।

মাছের গাছে ওঠা

একদল ''বুদ্ধিমান'' ব্যক্তি এক সঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করছিলেন : ''নদীতে আগুন লাগলে নদীর মাছগুলো প্রাণ বাঁচাবার জন্য কোথায় যাবে?''

তাঁরা পাঁচ দিন পাঁচ রাত ধরে এ বিষয়ে তর্ক করে চললেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই তাঁরা উপনীত হতে পারলেন না। অবশেষে, তাঁরা তাঁদের মধ্যে সবচাইতে ''বুদ্ধিমান'' ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে আফান্দীর কাছে পাঠালেন তার মত শুনতে।

প্রশ্নটি শুনে আফান্দী বলল :

''বন্ধু, এই সামান্য প্রশ্ন নিয়ে তোমরা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছ? নদীতে সত্যিই যদি আগুন লেগে যায় তাহলে নদীর মাছগুলো উঠবে গিয়ে গাছে।''

নাসেরুদ্দীন আফান্দীর সুখ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন বিদেশী বাদশা তাই খুব ঈর্ষা বোধ করলেন। তিনি তাঁর উজীরদের বললেন :

"শুনছি আমাদের প্রতিবেশী দেশে নাসেরুদ্দীন আফান্দী নামে একজন লোক আছে যে তার বাদশাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দেয়, তা কি সত্যি?"

"জী, জাহাঁপনা।" উজীরেরা বললেন, "আমারও শুনেছি আফান্দী খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী এবং কেউ তার মোকাবিলা করতে পারে না।"

বাদশা বললেন: "আমি বিশ্বাস করি না যে একজন সাধারণ প্রজা এত বুদ্ধিমান হতে পারে। একজন বাদশা যে তাঁর প্রজার চেয়ে কম বুদ্ধিমান তা কি যুক্তিসঙ্গত?"

"জী, জাহাঁপনা, আমরাও তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না।" তাঁর উজীরেরা বললেন।

তখন বাদশা স্থির করলেন যে প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়ে আফান্দীকে বোকা বানাবেন, প্রমাণ করবেন যে একজন বাদশা একটি সাধারণ প্রজার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখেন। এই কথা ভেবে ঐ বাদশা ঘুরে ঘুরে আফান্দীর দেশে পৌঁছলেন। ঠিক সেই সময় আফান্দী ক্ষেতে কাজ করছিল। তাকে দেখে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন :

"শুনেছি তোমাদের দেশে আফান্দী নামে একটি লোক আছে, তাকে আমার কাছে ডেকে আনতে পার? আমি দেখতে চাই যে সে কেমন একটি বুদ্ধিমান লোক।"

আফান্দী বাদশার কথা শুনে তাঁর উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পেরে বলল :

"আমিই নাসেরুদ্দীন আফান্দী। আমার খোঁজ করছেন কেন?"

"ওঃ, তুমিই আফান্দী!" বাদশা কটাক্ষ করে বললেন, "শুনেছি তুমি একটি বেশ ধোঁকাবাজ লোক। আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে কি? শোনো! কেউ আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না।"

"নিশ্চয়, আপনাকে ধোঁকা দিতে পারি আমি।" আফান্দী বলল, "তবে আপনাকে এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি আমার বাড়ী থেকে ধোঁকার ঝুলিটি নিয়ে আসছি। তারপর আপনাকে আমার ধোঁকা দেখাব। যদি আপনি সত্যিই আমার ধোঁকার ঝুলিকে ভয় না করেন তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আপনার ঘোড়াটি আমাকে ধার দিন, যাতে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারি।"

"ঠিক আছে, তোমার দশটি ধোঁকার ঝুলি থাকলেও তাতে কোন কাজ হবে না।" বাদশা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে আফান্দীর হাতে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, দেখব তোমার ক্ষমতা কত।"

আফান্দী ঐ ঘোড়ায় চড়ে উল্কাবেগে বাদশার নজরের বাইরে চলে গেল। বাদশা তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সূর্য ডুবে গেল। তবুও আফান্দী ফিরে এলো না। তখন বাদশা বুঝতে পারলেন যে সত্যিই আফান্দী তাকে ধোঁকা দিয়েছে। তিনি লজ্জায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

কোন আওয়াজ সবচাইতে শুনতে ভাল লাগে?

একদিন, আফান্দী তার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। তার বন্ধু বাজনা বাজাতে খুব পছন্দ করত। সে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বের করে একটি একটি করে আফান্দীকে শোনাতে লাগল।

অনেক দুপুর হয়ে গেল। এদিকে, খিদেতে আফান্দীর পেট চোঁচোঁ করছে। কিন্তু তার বন্ধু একটানা বাজিয়ে চলেছে। সে আবার আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, আমাকে বল, দুনিয়াতে কিসের আওয়াজ সবচাইতে শুনতে ভাল লাগে? দোতারার না রবাবের?"

"ভাই, এই মুহূর্তে দুনিয়াতে সবচাইতে ভাল হবে চামচ দিয়ে কড়াইতে খাবার চাঁছার আওয়াজ।"

বুকে কি আছে

কোন এক কারণে গ্রামের জমিদার আফান্দীর ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে তাকে ধরে নিয়ে কাজির কাছে নালিশ জানালেন। আগে থেকেই আফান্দী দুটি বড় পাথর তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

কাজি নিজের ইচ্ছে মতন জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কোরান খুলে আইন খোঁজার ভাণ করেন, আর মাঝে মাঝে তাদের দুজনের উপর নজর দেন। আফান্দী বুঝল কাজির মনে কি আছে। তাই সে তার বুকে হাত বোলাতে থাকল। কাজি ভাবলেন, আফান্দীর বুকে নিশ্চয় তাঁকে দেবার জন্য ইউয়ানপাও আছে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রায় দিয়ে বললেন :

"পবিত্র কোরানের রিধি অনুযায়ী এই মামলায় আফান্দী নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলো।" একথা শেষ করে তিনি জমিদারকে অনেক উপদেশ দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি হাসতে হাসতে আফান্দীকে বললেন :

"কেমন এই মামলায় তুমি জিতে গেলে। আমার চেয়ে আরো সুবিচারক এমন কাজি তুমি কোথাও পাবে না। ঠিক আছে। এবারে বুকের মধ্যে যে জিনিষ আছে তা বের কর!"

"নিন!" আফান্দী বুক থেকে দুটি বড় পাথর বের করে কাজির দিকে তাকিয়ে বলল, "অপরকে লাঞ্ছনা করার জন্য জমিদারকে সাহায্য করলে এই দুটি বড় পাথর আপনার মাথার ওপর গিয়ে পড়ত।"

কামনা

একবার বাদশার একজন উজীর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন, আফান্দী ঐ উজীরের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় উজীরের ছেলেকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কিছু না ভেবেই আফান্দী তাকে জিজ্ঞেস করল:

"তোমার বাবার স্বাস্থ্য কেমন?"

"আফান্দী, তোমার মনের ইচ্ছামতনই আছেন।"

আফান্দী বলল: "যদি তাই হয়, তাহলে তোমার বাড়ীতে বিলাপের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না কেন?"

লেজহীন ঘোড়া

একবার বাদশা আফান্দীকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে বের হয়েছিলেন। সন্ধ্যা হলে তাঁদের এক জায়গায় থাকতে হল। বাদশার আফান্দীর সঙ্গে একটু মস্করা করার ইচ্ছা হল। তিনি মাঝরাতে চুপিচুপি উঠে চাকু দিয়ে আফান্দীর ঘোড়ার মুখের সামনের দিককার একটু মাংস কেটে ফেললেন।

পরের দিন ভোরে, আফান্দী তার ঘোড়া আনতে গিয়ে তা দেখল। সে বুঝতে পারল যে এ কাজ বাদশারই করা। সে চুপ করে রইল। যখন বাদশা তাঁর ঘোড়ায় উঠলেন তখন সে চুপিসাড়ে বাদশার ঘোড়ার লেজ একদম গোড়া থেকে কেটে দিল।

ঘোড়ায় বসে যেতে যেতে বাদশা আফান্দীর সঙ্গে মস্করা করতে শুরু করলেন। তিনি আফান্দীর ঘোড়ার মুখের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হেসে বললেন :

"হা..... হা..... হা, আফান্দী, সামনে তাকিয়ে দেখ! তোমার ঘোড়া দাঁত বের করে হাসছে!"

আফান্দী বাদশার ঘোড়ার পেছন দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল :

"জাহাঁপনা, একবার পেছনে তাকান। আমার ঘোড়া হয়তো এই ভেবে হাসছে যে : জাহাঁপনা এমন সুন্দর ঘোড়ায় বসেছেন যার লেজ নেই।"

আমি লজ্জিত

একদিন, আফান্দী একটি চোরকে পাঁচিল টপকে তার বাড়ীতে ঢুকতে দেখে, এমনি তার ঘরের একটি সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। চোর আফান্দীর ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন মূল্যবান জিনিষ পেল না। শেষে সে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকের ডালা খুলে ভিতরে তাকিয়েই দেখল যে আফান্দী তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। তা দেখে চোর বলে উঠল :

"আরে, সিন্দুকের ভেতরে বসে তুমি কি করছ?"

"আমার বাড়ীতে তোমার নেবার যোগ্য কোন জিনিষ নেই। তোমাকে আর কি করে মুখ দেখাই। তাই আমি লজ্জায় এখানে বসে রয়েছি।" আফান্দী উত্তর দিল।

কৃষকের শক্তি

একবার, বাদশার জানতে ইচ্ছা হলো যে, তাঁর প্রজাদের মধ্যে এমন কোনো লোক আছে কিনা যে তাঁর চেয়েও বেশী শক্তি রাখে। তাই, তিনি আফান্দীকে ডেকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"নাসেরুদ্দীন, তুমি গাধায় চড়ে আমার রাজ্যের সব শহর ও গ্রাম ঘুরে দেখেছ। তুমি কি দেখেছ আমার প্রজাদের মধ্যে এমন কোনো লোক আছে যে আমার চেয়েও বেশী শক্তি রাখে?"

"অবশ্যই, এমন অনেক লোক আছে, জাহাঁপনা!" আফান্দী উত্তর করল।

"তারা কে কে?" বাদশা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"যারা ক্ষেতে চাষ করে সেই সব কৃষক প্রত্যেকেই।" প্রত্যুত্তরে আফান্দী বলল।

"বেঅকুফ! আমার তুলনায় তারা? কৃষকদের কি এমন আছে যাতে আমার চেয়েও তারা বেশী শক্তি রাখে?"

আফান্দী বলল: "তারা আপনার চেয়েও বেশী শক্তিশালী। যদি তারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে আপনাকে খেতে না দিত তাহলে আপনার শক্তি কোথা হতে আসত?"

পেটুক কে

একবার, একজন জমিদার আফান্দীকে নিয়ে মজা করতে চাইলেন। তিনি অনেক তরমুজ কিনে আফান্দী এবং অন্যান্যদের খেতে দিলেন। "খান, খান!" এইকথা বলতে

বলতে জমিদারও একটানা খেয়ে চললেন। কিন্তু নিজের খাওয়ার তরমুজের খোসাগুলো তিনি আড়ালে আফান্দীর সামনে রাখছিলেন। সকলের তরমুজ খাওয়া শেষ হলে জমিদার চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে বললেন :

"বন্ধুগণ, দেখুন! আফান্দীর সামনে তরমুজের খোসার ঢিপি হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে সেই সব চাইতে বেশী তরমুজ খেয়েছে। কি পেটুক।"

"হা.....হা.....হা।" উপস্থিত সবাই হাসতে থাকল।

"হা.....হা.....হা। আপনারা সবাই দেখুন সত্যিই পেটুক কে!" আফান্দীও হাসতে হাসতে বলল, "আমি তরমুজ খেয়ে তার খোসাগুলো রেখে দিয়েছি। আর আমাদের প্রভু তরমুজ খাওয়ার সময় তার খোসাগুলোকেও রেহাই দেন নি। আপনারা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখুন! তাঁর সামনে একটুকরোও খোসা নেই।"

পেটের ব্যথায় চোখের ওষুধ

একদিন, একজন লোক কাতরাতে কাতরাতে আফান্দীর বাড়িতে এসে চীৎকার করে বলল :

"গেলাম, গেলাম, পেট ব্যথায় মারা গেলাম। দয়া করে আমাকে পেট ব্যথার ওষুধ দাও।"

"কি হয়েছে ? তুমি কি কোন নোংরা জিনিষ খেয়েছিলে ?" আফান্দী জিজ্ঞেস করল।

"একটি ছাতা-ধরা পিঠা ছাড়া আর কিছুই খাই নি তো।"

"আচ্ছা!" আফান্দী আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে তার ওষুধের বাক্স থেকে এক শিশি চোখের ওষুধ বের করে বলল, "মাথা তুলে তোমার চোখ খোল আমি তোমার চোখে একটু ওষুধ ঢেলে দেব।"

"আফান্দী, তুমি ভুল করছ!" ঐ লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "আমার রোগ পেটে, চোখে নয়।"

আফান্দী বলল : "না ভাই, আমি ভুল করি নি। তোমার চোখে কোন রোগ না থাকলে কেমন করে তোমার মতো এই বয়সের লোক ছাতা-ধরা পিঠা খেয়ে ফেলে ?"

বাদশার জন্মরাশি

একবার, বাদশা আফান্দীকে তাঁর জন্মরাশি কি তা গণনা করে বলতে বললেন। আফান্দী গণনা করে উত্তর দিল :

"জাহাঁপনা, আপনার জন্মরাশি কুকুর।"

বাদশা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন :

"আমি হলাম একজন বাদশা! কমপক্ষে আমার নেকড়ে রাশি হওয়াই উচিত। কি করে বলছ আমার জন্মরাশি কুকুর?"

আফান্দী বলল : "যদি জাহাঁপনা চান আমি আপনার তোষামোদ করি তাহলে বলব আপনার জন্মরাশি হাতি।"

নিজে পড়

একবার, আফান্দী মৌলবীদের মতন মাথায় ঝুড়ির মত করে পাগড়ী পাকিয়ে রাস্তায় বের হলো। একজন লোক তার অতবড় পাগড়ী দেখে মিনতি করে বলল :

"শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, অনুগ্রহ করে আমাকে এই চিঠিটা পড়ে দিন।"

"আমি নিরক্ষর।" আফান্দী বলল।

"আপনি খুব বিনয়ী। এত বড় পাগড়ী পরেছেন আর বলছেন আপনি একজন পণ্ডিতব্যক্তি নন?"

এইকথা শোনামাত্র আফান্দী তার পাগড়ী লোকটির মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলল :

"ঠিক আছে। পাগড়ীর যদি অক্ষর জ্ঞান থাকে তাহলে এই পাগড়ী তোমার মাথায় দিলাম। এবারে চিঠি তুমি নিজে পড়।"

তিনটি ডিম

একবার, আফান্দী শহরের একটি সরাইখানায় এসে তিনটি সিদ্ধ ডিম খেল। ফিরে যাবার আগে দাম দেবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখল যে সে ভুলে পয়সা সঙ্গে আনে নি। আর কোন উপায় না দেখে মালিকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে সে বলল যে এর পরের বার শহরে এলে সে অবশ্যই দাম দিয়ে দেবে।

"তাতে কি আছে, আফান্দী!" মালিক বললেন, "তিনটি ডিমের দাম বইতো নয়? আমাকে পরে শোধ করলেও চলবে।"

ছয় মাস পর, আফান্দী আবার শহরে এল এবং ধার শোধ করার জন্য সরাইখানায় গিয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করল:

"গতবার আমি এখানে যে তিনটি ডিম খেয়েছিলাম তার জন্যে কতো দাম দিতে হবে?"

মালিক দেয়াল থেকে কাঠের হিসাব করার যন্ত্র এনে হিসাব করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে হিসাব করার পর মালিক বললেন:

"বেশী নয়, বেশী নয়, হিসাবে তিনটি ডিমের দাম দাঁড়াল তিনশ টাকা।"

"হুজুর, আপনার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে!" আফান্দী খুব অবাক হয়ে বলল।

"কি? তা কি বেশী মনে হচ্ছে?" মালিক বললেন, "যদি তুমি তিনটি ডিম না খেতে তাহলে ওগুলো থেকে তিনটি মুরগী হত। একটি মুরগী ছয় মাসের মধ্যে একশ ডিম পাড়লে, তিনটি মুরগী তিনশ ডিম পাড়ত, আবার ঐ তিনশ ডিম থেকে

তিনশ বাচ্চা হত..... তাহলে তুমি হিসাব করে দেখ মোট কতো দাম হতো?''

আফান্দী মালিককে একজন পরনিন্দুক বলে গালি দিল। মালিক বাদশার কাছে গিয়ে আফান্দীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন।

প্রকাশ্য আদালতে বিচারানুষ্ঠানের দিনে বাদশা কড়া শাস্তি দেবার জন্য কঠিন মূর্তি ধারণ করে সিংহাসনে বসে আফান্দীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত আফান্দী এল না। বাদশা বার বার লোক পাঠালেন আফান্দীকে ডেকে আনতে। অবশেষে, তিনি দেখলেন যে হাতে একটি লম্বা লোহার চামচ নিয়ে আফান্দী ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে।

বাদশা চীৎকার করে বললেন : ''তোমার সাহস তো কম নয়, দোষ করেছো তাও আবার দেরী করে এলে। তুমি কি পালিয়ে যেতে পারবে?''

আফান্দী বলল : ''দেরী করার জন্য আমাকে মাফ করুন, জাহাঁপনা। আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। আমি আর আমার প্রতিবেশী এক সঙ্গে দু বিঘা জমি চাষ করি। আগামীকালই আমাদের গম বপন করতে হবে। আমরা গমবীজগুলো সিদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। তাই আমার আসতে দেরী হলো।

''হা.....হা.....হা, বেঅকুফ!'' বাদশা ও মালিক এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। বাদশা বললেন : ''সিদ্ধ গমের বীজ থেকে কি চারা গজায়? বোকা?''

আফান্দী বলল : ''জাহাঁপনা যথার্থই বলেছেন, সিদ্ধ গমের বীজ থেকে কখনো চারা গজায় না। তাহলে আমি জাহাঁপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি সিদ্ধ ডিম থেকে কখনো মুরগীছানা বের হতে পারে?''

এই কথা শুনে বাদশা ও মালিক দুজনই হতভম্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁরা আর একটি কথাও বলতে পারলেন না।

আমলা হয়ে চোখ অন্ধ হল

আফান্দীর এক বন্ধু ছিল। বাল্যকাল থেকে তারা একসঙ্গে খেলাধূলা করত। তারা একদিনও কেউ অপরকে ছেড়ে থাকতে পারত না।

পরে, তার বন্ধু রাজধানীতে একজন বড় আমলা নিযুক্ত হলো। আফান্দী এই খবর পেয়ে খুব খুশী হয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যই গ্রাম থেকে তার বন্ধুকে দেখতে শহরে গেল।

কিন্তু তার বন্ধু এক সাধারণ লোকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে এই লজ্জার ভয়ে না চেনবার ভান করে আফান্দীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল :

"তোমার নাম কি? কি করতে এসেছো?"

তার প্রশ্ন শুনে আফান্দী রেগে আগুন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল :

"আমার নাম? আমি নাসেরুদ্দীন, যে একসময়ে তোমার অভেদাত্মা ছিল। তোমার চোখ খারাপ হয়েছে শুনে তোমাকে দেখতে এসেছি। সত্যিই আমলা হয়ে তোমার চোখ অন্ধ হলো।"

দুটোগাধার বোঝা

একবার, বাদশা ও তাঁর উজীরেআজম আফান্দীকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে যাচ্ছিলেন। তখন খুব গরম পড়েছিল। বাদশা এবং তাঁর উজীরেআজম তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ গা থেকে খুলে আফান্দীর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। আফান্দীকে ঘেমে নেয়ে উঠতে দেখে বাদশা তাকে ঠাট্টা করে বললেন :

"ওহে, প্রিয় আফান্দী, গাধার মতো তোমার কাঁধে রয়েছে একটি গাধার বোঝা।

সঙ্গে সঙ্গে আফান্দী উত্তর দিল : ''না, জাহাঁপনা, তা নয়। আমার কাঁধে রয়েছে দুটো গাধার বোঝা।''

আফান্দীর তীরন্দাজী

একসময়, লোকেরা আফান্দীর তীরন্দাজীর খুব প্রশংসা করলে বাদশা তা শুনে তাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। অর্ধেক পথ যাবার পর তাঁরা দূরের একটি বড় গাছ দেখতে পেয়ে বাদশা আফান্দীকে ঐ গাছকে নিশানা করে তীর ছুঁড়তে বললেন। আফান্দী তীর ছুঁড়ল কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বাদশা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

আফান্দী বলল : ''এতে হাসবার কি আছে, জাহাঁপনা। আমি আপনারই তীর মারার কৌশল প্রয়োগ করলাম।'' এই কথা বলে সে আর একটি তীর ছুঁড়ল এবং সেটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বাদশা আবার হেসে উঠলেন।

আফান্দী বলল : ''হাসছেন কেন, জাহাঁপনা। এবারে আমি আপনার উজীরদের কৌশল প্রয়োগ করলাম।'' এই কথা বলতে বলতে সে তৃতীয় তীরটি ছুঁড়ল এবং এবারে তা ঠিক নিশানায় গিয়ে বিঁধল।

''দেখুন, জাহাঁপনা।'' আফান্দী বাদশাকে সালাম করে বলল, ''এটা হলো আমার — নাসেরুদ্দীন আফান্দীর তীর মারার কৌশল।''

এক হাজার বার গালি

একবার, আফান্দী রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একটি পাথরের সঙ্গে হোঁচট খেল। আফান্দীর ভীষণ রাগ হলো। সে পাথরের দিকে আঙ্গুল তুলে গালি দিয়ে বলল :

"উল্লু কোথাকার, আমি তোর এক হাজার বার শাপান্ত করছি।"

ঘটনাক্রমে ঠিক ঐ সময় একজন মৌলবী ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ গালি শুনে তিনি মনে করলেন যে আফান্দী তাঁকেই উদ্দেশ্য করে গালি দিয়েছে। তিনি কাজির কাছে আফান্দীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন।

কাজি মৌলবীর নালিশ শুনে আফান্দীকে ডেকে এনে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাকে অর্ধ রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা করলেন।

আফান্দী তার কোমর থেকে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে কাজিকে বলল :

"এক হাজারবার গালি দেবার জন্য মাত্র অর্ধ রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা! ঠিক আছে, আমি আপনাকে পুরো একটি রৌপ্যমুদ্রা দিলাম। বাকী অর্ধেক আর আমাকে ফেরত দিতে হবে না। আমি এখন আপনাকে আর এক হাজার বার শাপান্ত করছি। আপনি শুনুন! জরিমানার টাকা আমি আগাম দিলাম।"

মাংসের ঝোলের ঝোলের ঝোল

একবার, আফান্দী শিকার করতে গিয়ে একটি পাহাড়ী বকরী মারল। সেদিনই সে তার স্ত্রীকে দিয়ে বকরীর মাংসের ঝোল রান্না করাল এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াল।

পরের দিন, কয়েকজন বাউণ্ডুলে ছেলে আফান্দীর বাড়িতে এসে বলল :

"আফান্দী, আমরা তোমার বন্ধুর বন্ধু। আমাদেরও কিছু তোমার শিকারের বকরীর মাংসের ঝোল খাওয়াও।"

"ঠিক আছে। ভিতরে এসে বসুন!" আফান্দী তাদের ঘরে বসতে বলে আগের দিন তার বন্ধুদের খাওয়া মাংসের হাড়গুলি কড়াইয়ে সিদ্ধ করে প্রত্যেক ছেলেকে এক বাটি করে ঝোল দিয়ে বলল, "আসুন, গরম গরম ঝোল খান।"

তারা সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল :

"এটা কি ধরণের ঝোল, আফান্দী ?"

"এটা হল মাংসের ঝোলের ঝোল!"

বাউণ্ডুলে ছেলেরা এক বাটি করে ঐ ঝোল খেয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

তৃতীয় দিনে, দূর থেকে কয়েকজন আগন্তুক ঘোড়ায় চড়ে আফান্দীর বাড়িতে এসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল :

"আফান্দী, আমাদের বোধ হয় চিনতে পারছ না! আমরা সবাই ধনীলোক। তোমার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু আমরা। শুনেছি তুমি একটি বড় পাহাড়ী বকরী শিকার করেছ। আশা করি, আমাদেরও তার একটু ভাগ দিতে কার্পণ্য করবে না!"

আফান্দী তাদের ডেকে এনে ঘরে বসতে বলল এবং কাপড় ধোয়ার গামলায় কাদা গুলে তা অতিথিদের সামনে রাখল এবং প্রত্যেককে একটি করে চামচ দিয়ে বলল :

"মাননীয় অতিথি, খান, খান! এ হল বকরীর মাংসের ঝোলের ঝোলের ঝোল।"

জীবিত বেড়াল গিলে ফেলা

একসময়, আফান্দী গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের চিকিৎসা করত। কোন গ্রামের এক জমিদার আফান্দীকে ধোঁকা দিতে চাইলেন। একদিন, তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে আফান্দীর কাছে গিয়ে তাকে বললেন :

''গতরাতে যখন আমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন একটি ইঁদুর হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার মুখের মধ্য দিয়ে পেটে ঢুকে পড়েছে। এখন এর চিকিৎসা কি?''

''হুজুর, আপনি এতো নির্বোধ। এর চিকিৎসা খুবই সহজ।'' আফান্দী বলল, ''আপনার উচিত এক্ষুণি একটি জীবিত বেড়াল ধরে তাকে গিলে ফেলা। বেড়াল তো ইঁদুরটিকে ধরে ফেলবে, তা নয় কি। এটাই হল একমাত্র প্রতিকার।''

"ঘুমিয়ে পড়েছি"

একবার, আফান্দী একটি শহরে কাজ করতে যাচ্ছিল। রাত হলে সে একটি সরাইখানাতে থাকতে গেল। চুরি যাবার ভয়ে সে তার টাকার থলি বালিশের নীচে রেখে দিল।

সরাইখানার মালিক আফান্দীর টাকাপয়সা ভর্তি থলিটি দেখে আফান্দী ঘুমিয়ে পড়লে তা চুরি করার মতলব করল। রাত বেশী হলে, মালিক বেশ কয়েক বার পা টিপে টিপে আফান্দীর কাছে গেল। কিন্তু তার ভয় হল আফান্দী হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে নি, তাই তার চুরি করতে সাহস হল না। রাত গভীর হল, মালিকের আর ধৈর্য থাকে না। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল:

''আফান্দী, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?''

''না। কেন?''

''রাত গভীর হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়!''

"কেন?"

"কাল তোমাকে অনেক পথ যেতে হবে যে। ঘুম ভাল না হলে কি করে যাবে? তুমি তোমার টাকার থলির জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমার সরাইখানাতে চুরি হয় না।"

"হুজুর, ধন্যবাদ। যদি তাই হয় তাহলে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি!" বলতে বলতে আফান্দী নাক ডাকতে শুরু করল এবং বলতে থাকল: "আমি ঘুমিয়ে পড়েছি.....মালিক বলেছেন যে হোটেলে কেউ আমার টাকা চুরি করবে না....."

阿凡提的故事
赵世杰编
蔡荣插图
于殿周译
沈纳兰改稿
*
外文出版社出版
（中国北京百万庄路24号）
外文印刷厂印刷
中国国际图书贸易总公司
（中国国际书店）发行
北京399信箱
1983年（34开）第一版
1988年第二次印刷
（孟）
ISBN7—119—00417—4/I·40
00220
10—Be—1578P

সাম্প্রতিক বই

লং মার্চ

লুস্যুনের নির্বাচিত গল্পসংকলন

যাদুর লাউ

রাখাল বালক হাইওয়া

ছোটদের গল্প ইয়ে শেংথাও

তুষার কণা

কি করে ভাল কমিউনিস্ট হতে হয়

চীনের রূপরেখা

চীন গণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পার্টির ইতিহাসের কতকগুলো প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তাব (১৯৪৯-১৯৮১)

জনসংখ্যা ও অন্যান্য সমস্যা (আজকের চীন)

জনগণের জীবনযাপন (আজকের চীন)

সারস ও ঝিনুক

ব্যাঙ ঘোড়সওয়ার
— চীনের লোককাহিনীর নির্বাচিত সংকলন (প্রথম খণ্ড)

বাঘের সঙ্গে মোষের লড়াই
— চীনের লোককাহিনীর নির্বাচিত সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)

ময়ূর কুমারী
— চীনের লোককাহিনীর নির্বাচিত সংকলন (তৃতীয়খণ্ড)

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পেইচিং, চীন